সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নিজের কাছেই একটু একটু অপরিচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

9 789350 401996

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিজীবনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আত্ম-উন্মোচনের নানান ভঙ্গিতে পাঠকের সামনে উপস্থিত। কখনও ব্যাকরণ-ভাঙা এক তরুণ কবি, কখনও-বা আকুল প্রেমিক, কখনও সমাজ-সচেতন ক্রুদ্ধ এক স্পষ্টবাদী। তাঁর কবিতা-বিশ্বাস কিন্তু কোনও আয়োজনেই বদলে যায়নি এতটুকু। কৃত্রিমতাকে তিনি বর্জন করেছেন বরাবর। স্বীকারোক্তির নগ্নতাই তাঁর অপরূপ অবলম্বন। জীবনের শেষ পর্বের কবিতাগুলিতে পাঠক টের পাবেন তাঁর ভনিতাহীন স্বর। 'নিজের কাছেই একটু একটু অপরিচিত' কাব্যগ্রন্থের নানা ঢেউয়ে ভেসে উঠেছে স্মৃতি-জীবন্ত মা, স্ত্রী স্বাতী, পুত্র পুপলু। আছে 'পাগল কোম্পানির মনসবদার' শক্তি, রূপনারায়ণের কূলে জ্যোৎস্নায় মধুপান উৎসবে "...শক্তির ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ শুনে/জল থেকে উঠে আসে এক জলকন্যা..."। স্নেহভেজা প্রেম, জ্যোৎস্নাভেজা রবীন্দ্রগান যে-তীব্রতায় হৃদয়কে আলোড়িত করে, সেই একই তীব্রতায় অতীতের এক নারী এসে বিশেষ স্পর্শ দাবি করে মরণাপন্নের কাছে। স্পষ্ট কোনও এক জাদু খেলা করে যেন। আরও স্পষ্ট হয় মা কিংবা প্রেমিকার মতো মেয়ে—"যে তোমার পাশেই বসে আছে, কোনও একদিন/তুমি ওর গর্ভে জন্ম নেবে!" মুহূর্ত ভাঙার শব্দে মায়াময় এই কাব্যগ্রন্থের আর-এক প্রাপ্তি রোমিও-জুলিয়েট অবলম্বনে কাব্যনাট্য।

১৫০.০০ X 2 =

.....

ISBN 978-93-5040-199-6

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ ভাদ্র, ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ। শিক্ষা: কলকাতায়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। আমৃত্যু আনন্দবাজার সংস্থার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
প্রথম রচনা শুরু কবিতা দিয়ে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কবি হিসেবে যখন খ্যাতির চূড়ায়, তখন এক সময় উপন্যাস রচনা শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস: 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ: 'একা এবং কয়েকজন'। ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার, ১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার। ১৯৮৫-তে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।
২০০৪-এ সরস্বতী সম্মান।
ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দু'টি ছদ্মনাম— 'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।
প্রয়াণ: ২৩ অক্টোবর, ২০১২।

.....

প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের কাছেই একটু একটু অপরিচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের কাছেই একটু একটু অপরিচিত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সিগনেট প্রেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

স্বাতী, তোমার সঙ্গে ৯
এক সন্তান ১১
এখন যে কোনও মৃত্যুই ১৪
কবিতার গল্প কিংবা গল্পের কবিতা ১৫
নারীরা শুধুই নারী ৩২
আমাকে নয়, আমাকে নয় ৩৩
একটা জোনাকি ছবি আঁকছে শূন্যে ৩৫
গাছতলায় ৩৭
বকুলছায়ায় ৩৮
তোমার যখন জ্বর হয় ৩৯
ওই ছেলেটি, ওই মেয়েটি ৪০
নারী ও শিল্প ৪১
বকুল গন্ধের মতো ৪৩
তোমার শান্ত মুখ ৪৪
সময় সমগ্র ৪৫
পাখির চোখে দেখা ১ ৪৭
পাখির চোখে দেখা ২ ৫১
পাখির চোখে দেখা ৩ ৫৪
পাখির চোখে দেখা ৪ ৫৬
পাখির চোখে দেখা ৫ ৫৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির চোখে দেখা.৬ ৫৮
পাখির চোখে দেখা ৭ ৫৯
পাখির চোখে দেখা ৮ ৬০
পাখির চোখে দেখা ৯ ৬১
পাখির চোখে দেখা ১০ ৬২
মানুষের জন্য ঘর ৬৪
ভোরগুলি ৬৫
পলাতকের কবিতা ৬৬
ঋণী ৬৭
এই একটা চৌরাস্তায় পৌঁছে: অন্য ভাষ্য ৬৮
পথ দিয়ে হাঁটলে ৭০
দ্বিধা ৭১
প্রতিধ্বনিময় ৭২
দেয়াল ৭৩
সিংহ ৭৪
ত্রিকোণ ৭৫
মুহূর্ত ভাঙার শব্দ ৭৬
বৃষ্টিতে অমলেন্দু ৭৭
অনন্ত মুহূর্ত ৭৮
বিকেল ৭৯
কথা রাখা না রাখার কবিতা: নানা বয়েসে ৮০
রোমিও-জুলিয়েট [মূল রচনা উইলিয়াম শেক্সপিয়র] ৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের কাছেই একটু একটু অপরিচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতী, তোমার সঙ্গে

প্রথম চিঠিতে দেখা, তারপর ছন্নছাড়া কত ঘোরাঘুরি
প্রথম আলাপের দু'বছর সাতাশ দিন পর
একসঙ্গে বাড়ি ফেরা
অনেকেই ভুরু কুঁচকেছিল, আর অনেকে কী জানি...
ঠিক ন'মাসের মধ্যেই পুপলুর জন্ম
সেই পুপলু, এখন সে নিজেই বাবা, তার আর চান্দ্রেয়ীর বাচ্চাটি
দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর ভাঙছে কত খেলনা
এর মধ্যে কেটে গেল চুয়াল্লিশটা বছর?
সে কি, স্বাতী, তার মানে যতদিন তুমি তোমার বাবা-মায়ের
আদরের ছোট্টিমা ছিলে
তার চেয়ে ঢের বেশি বছর সংসার জমালে আমার সঙ্গে
ভাঙলো না, তেমন কোনও ফাটল নয়, কী আশ্চর্য, তাই না?

আমার মা তোমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না।
যদি একথা বলতে পারতাম
তা হলে তা বেশ একটা ধারাবাহিক গল্প
শাশুড়ি বনাম বউ, টিভি সিরিয়ালের মতো...
তার বদলে অন্য পুত্রবধূদের তুলনায় তুমিই হয়ে উঠলে
সেই অতি একদেশদর্শী, জেদি, কোনও যুক্তি না মানা মহিলার
দু'নয়নের মণি
বাগুইহাটি থেকে গড়িয়াহাট, অনেকটা দূরত্ব ছিল তখন
রক্তমাখা নাক নিয়ে বাড়ি ফেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঃ, আমার সেইসব প্রচণ্ড দুরন্ত রাত, আমার মা আর তোমার
একসঙ্গে কান্না
পুপলুকে এক বাঁজা রমণী চুরি করে নিতে চেয়ে বুকে তুলে...

আজ এই অমৃতসর শহরের হোটেল ঘরে, হঠাৎ, একা
খুব মনে পড়ছে স্মৃতি-জীবন্ত মায়ের কথা
আমগ্রামের ফুটফুটে একটি মেয়ে যতন, তার মায়ের নাম মণি
আমি সেই মণির বড় আদরের নাতি
কেন এত সিগারেট খাচ্ছি, কেন মদের গেলাসে চুমুক, ওরা কেউ নেই
স্বাতী, মা তোমাকে এত ভালোবাসতেন বলে
তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে
মনে হচ্ছে, যেন তোমার হাতটা একবার ধরলেই
মা'কে আমার একটুখানি ছোঁওয়া...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সন্তান

১

পুপলু চলে যাবে বলে স্বাতীর মন খারাপ
অথচ স্বাতী চায় ছেলে বিদেশে গিয়ে
পড়াশুনো করুক
স্বাতী ছেলেকে ধরে রাখতে চায় না
আবার চোখের জলও ফেলছে...

২

দু'দিনের জন্য পুপলু, স্বাতী আর আমি শান্তিনিকেতনে
এরপর পুপলু আর অনেকদিন
আমাদের সঙ্গে থাকবে না
দু'দিন কিছু লেখা হল না...

৩

আজ সবাই মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম
পুপলু যাচ্ছে বলে মা খুব চিন্তিত
ওইটুকু ছেলে কত দূরে চলে যাবে
আমাদের চোখে পুপলু ছোট

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ও তো এখন পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার
তেইশ বছর বয়েস...

৪

বাড়িতে লোকজন আসছে, পুপলু চলে যাবে
তাই অনেকেই দেখা করতে আসছে
কিন্তু আমাকে যে লিখতেই হবে
আমি বেড়ালছানার মতন লেখার কাগজপত্র নিয়ে
একবার এ ঘর আর একবার অন্য ঘরে গিয়ে
ঘাড় গুঁজে বসছি...

৫

পুপলু আজ চলে গেল
এয়ারপোর্টে গিয়েছিল অনেকে
প্লেন যথারীতি লেট
বসে থাকতে হল তিন ঘণ্টা

পুপলু এখনও নিউইয়র্কে পৌঁছোয়নি
আটলান্টিকের ওপরে আকাশে...

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে
এর আগেও পুপলু চারবছর হস্টেলে ছিল
কিন্তু সে তো খড়্গপুরে
যখন তখন চলে আসত
হঠাৎ রাত দশটায় এসে হাজির হয়েই বলত,
মা, খুব খিদে পেয়েছে...

৭

একটিমাত্র সন্তান
স্বাতী এখন ভুল বুঝতে পারছে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন যে কোনও মৃত্যুই

সুচিত্রা মিত্র চলে গেলেন, তোমার কথা মনে পড়ল মা
এখন যে কোনও মৃত্যুই তোমার ছবি সামনে নিয়ে আসে
ঠিক যে কেন, বুঝতে পারি না
তুমি তো চলে গেছ পরিণত বয়েসে, চুরাশিতে
এমনকী শেষ মুহূর্তে, তোমার যখন কোমা হল
আমি পাশে বসে মনে মনে খুব জোর দিয়ে বলতে লাগলাম,
মা, তুমি চলে যাও, এভাবে বিছানায় পড়ে থেকো না,
যাও
তুমি তো সজ্ঞানেই গেছো মা, ঠিক সময়ে
তুমি শারীরিকভাবে আর নেই, তবু অবশ্যই আছ সশরীর স্মৃতিতে
তবু অন্য কারও মৃত্যু সংবাদ শুনলেই কেন যেন মনে হয়
আমার মা নেই
আমি, ভাইবোনেরা, সবাই এখন মাতৃহীন, তাই সবাই
কত দূরে সরে গেছি!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার গল্প কিংবা গল্পের কবিতা

তখন আমি কাঠবেকার
আমার একমাত্র উপার্জন ছোট ছেলে মেয়েদের
বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে আসা
যাকে সাদা বাংলায় বলে টিউশনি
আর উচ্চ বাংলায় গৃহ শিক্ষকতা
কত রকম বাড়িতেই যে যেতে হয়েছে
কখনও ঝাঁ-চকচকে কোনও ধনীর বাড়ির অন্দর মহলে
কখনও ছোট এক মুদিখানার মালিকের বস্তির ঘরে
তাঁর নিরেট ছেলের বদলে সেই মুদিই আমার কাছে জানতে চাইতেন
সমান প্রশ্নের উত্তর
যেমন, চাঁদের টানেই নাকি আমাদের নদীতে নদীতে
জোয়ার-ভাটা হয়, তা কি সত্যি?
কোনও কোনও বাড়িতে দেখেছি শুধু মহিলারা
রুটি বেলছেন আর হেসে গড়িয়ে পড়ছেন
সে বাড়িতে কোনও পুরুষের অস্তিত্ব বা সংস্পর্শ নেই
সেই বয়েসে আমার মনে হত, পুরুষ কাছাকাছি না থাকলেই
মেয়েরা আঁচল উড়িয়ে, প্রাণ খুলে হাসতে পারে

কোনও কোনও বাড়িতে আমাকে দেওয়া হত
দুটি শুকনো লিলি বিস্কুট আর এক কাপ ট্যালটেলে চা
আবার কোনও বাড়িতে পেতাম নরম পাক সন্দেশ
আর কয়েকখানা ফুলকো লুচি
সে বাড়িতে যাওয়ার কথা সপ্তাহে মাত্র তিনদিন
ওঃ, প্রতিটি সন্ধেয় অসভ্যের মতন আমার পেট জ্বলত খিদেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রাম ভাড়া ফাঁকি দিতে আমি ছিলাম এক নম্বরের ওস্তাদ
আমরা প্রত্যেক দিন দু'বেলা ভাত খেতে না পেলেও
তবু কক্ষনও তেমন গরিব ছিলাম না
আমাদের ছিল ফালতু অহংকার আর ভুল হিসেবের গর্ব।

একটা বাড়ির কথা বলি
সেটা ছিল এক পড়ন্ত জমিদারের, কলকাতার বাড়িতে
গেটের কাছে একটা নাক-বোঁচা সিংহ তখনও টিকে ছিল
সামনে এক টুকরো বাগান, সেখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে
একটি অতি দুঃখী পরী
কেউ তাকে তুলে নেয়নি কেন, তা আমি জানি না
গোটা তিনেক বসবার ঘর, অর্থাৎ ড্রয়িং রুম
তার একটাতে ঠিক এক সঙ্গে বেজে উঠত দশখানা ঘড়ি
জমিদার তখন অন্ধ, ব্যবসাপাতি দেখেন তাঁর বড় ছেলে
তাঁকে অবশ্য আমি কখনও স্বচক্ষে দেখিনি
তাঁর স্ত্রী ক্যালকাটা বাড়ে মেয়েদের ভোটাধিকার নিয়ে
লড়ছেন
এঁদেরই এক নাতনির নাম মৃগনয়না
নামটা তো বেশ ভালোই, কিন্তু লোকের মুখে মুখে
সেটা শুধু নয়না হয়ে যায়
সেই নয়নাকে পড়াতাম আমি

বৈঠকখানাগুলির অন্যপাশে একটা ঢাকা বারান্দায়
ছিল বসবার ব্যবস্থা
আমার আসার কথা প্রতি সন্ধেতে ঠিক সাড়ে ছটায়
মাঝে মাঝে একটু-আধটু দেরি তো হতেই পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কফি হাউসের বন্ধুদের চরম আড্ডার মধ্য থেকে
নিজেকে জোর করে তুলে আনা কি সহজ কথা!
কেউ কেউ তোল্‌লা দিত, আজ যাসনি, যাসনি
আজ কাট মেরে দে
একজন তো জোর করে আমার হাত ধরে টেনে রাখতে চাইত
ওদের বাড়ির খবর আর আমাদের বাড়ির তো
মোটেই এক নয়!
একজন বৃদ্ধ কাজের লোক বসে থাকতেন সিঁড়িতে
আমাকে দেখার পর তিনি চেঁচিয়ে জানিয়ে দিতেন
ওপরের তলায়, ম্যাস্টারবাবু এয়েছেন
সেই বৃদ্ধের নাম ছিল ক্ষেত্ররাম, বয়েস কত কে জানে
আমরা কোনও নাম শুনলেই তার একটা অর্থ খুঁজি
কিন্তু গ্রামের দিকে অনেকেই ছেলে-মেয়েদের নাম রাখায়
কোনও গুরুত্ব দেয় না, একটা কিছু হলেই হল।
ক্ষেত্ররাম নিজেও তার নামের মানে জানে না।
ক্ষেত্ররামকে দেখলেই মনে হয়, তাঁর ভেতরে রয়েছে
সরল সত্যবাদিতা
ওঁর মুখের সঙ্গে আমার ঠাকুর্দার মুখের খুব মিল
যদিও আমি আমার ঠাকুর্দাকে স্বচক্ষে দেখিনি
আমার এক বছর আট মাস বয়েসেই তিনি...
তবু কেন আমার এই মিলের কথা মনে এল?
যুক্তি থাক বা না থাক, মনে হওয়াটা কেউ আটকাতে
পারে না
আমাদের বসবার জায়গায় টেবিলটা ঝাড়তে ঝাড়তে
তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আজ কী খাবেন ম্যাস্টারবাবু?
চা-না কোফি, চিঁড়ে দই না মামলেট, সঙ্গে আলুভাজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ও বাড়িতে কাজে যোগ দেবার ছ'মাসের মধ্যেই
একদিন শুনতে পেলাম
ক্ষেত্ররাম কীসের যেন জরুরি ডাকে নিজের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন
সেখান থেকে ফেরেননি, আর কোনওদিনই ফিরবেন না,
এই খবর শুনে হঠাৎ আমার চোখে জল এসে গেল
আমি দ্বিতীয়বার হারালাম আমার ঠাকুর্দাকে

নয়নাকে প্রত্যেকবার দেখলেই মনে হয় সে যেন সদ্য সদ্য
স্নান করে এসেছে
কেমন যেন তার শরীরে একটা স্বচ্ছতার ভাব
জমিদারি প্রথা খতম হয়ে গেছে দু'বছর আগে
এইসব বাড়িতে টাকার টানাটানি চলতে পারে,
কিন্তু নারীরা আগের মতনই রূপসী
শুধু অত বেশি ফর্সা রং...
নয়না অবশ্য ওরকম দুধে-আলতা নয়,
পদ্মপাতা দিয়ে মুড়ে রাখা একটা বাল্‌বের আলোর মতন
চোখদুটি টানা টানা, নাকটা একেবারে নিখুঁত
কিছু একটা ব্যবসার কারণে ওর বাবা দু'বছর
সপরিবারে ছিলেন সিমলা পাহাড়ে
তাই নয়না হিন্দি আর ইংরিজি দুটোই ভালো জানে
এখন সে কোনও এক খ্রিস্টান সন্তের নামে প্রতিষ্ঠিত
বিখ্যাত এক স্কুলের ছাত্রী
আমি তাকে ভূগোল আর বাংলা পড়াই
তার বয়েস এখন পঞ্চদশীর কাছাকাছি
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার পূর্ণিমাতে পৌঁছবার কিছু দেরি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়নার সঙ্গে আমার বয়েসের তফাৎ বড়জোর ছ'সাত বছর
এই বয়েসের দুটি ছেলে মেয়ে দিনের পর দিন
পড়াশুনো নিয়ে কাটায় (ওদিক দিয়ে যাতায়াত করে না কেউ)
তাতে হঠাৎ কোনওদিন কিছু একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে না?
অঘটন মানে তো শরীরে শরীর, মানুষের সবচেয়ে সুন্দর সম্পর্ক
সেই সম্পর্কের ওপর কিছু হারামজাদা কুৎসিত কালি ঢেলে দেয়
যাই হোক, আমি যতদূর জানি, নয়নার মা
তার কোনও বান্ধবীর কাছ থেকে আমার একটা
ক্যারেকটার সার্টিফিকেট জোগাড় করেছেন
এবং তাতেই তিনি নিশ্চিন্ত
আমার ক্যারেকটার তো ভালোই, এর মধ্যে মিথ্যে কিছু নেই
নয়নাকে পড়াবার যে দেড়-দু'ঘণ্টা সময়, আমি
তা খুবই উপভোগ করি
স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়াও কত রকম গল্প হয়
আমি পড়াশুনোয় খুব একটা ভালো ছিলাম না
এই মাঝামাঝি ধরনের
আর নয়না খুবই মেধাবিনী, কোনও কোনও বিষয়
সে আমার চেয়েও ভালো জানে
যেমন সমুদ্রের জলের তলার সম্পদ কিংবা
আকাশে বিদ্যুৎ চমকের রহস্য
নয়নার প্রতি আমি কখনও প্রেম প্রেম ভাব দেখাইনি
তবে ওর সঙ্গে কথা বলতে যে আমার এত ভালো লাগে
ওর মুখের প্রতিটি রেখা দেখতে থাকি খুবই নিবিষ্ট ভাবে
সেটাও তো এক ধরনের প্রেমই, সমাজ তাতে বাধা দেয় না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহশিক্ষকের সঙ্গে কোনও ছাত্রীর নট-ঘট করা
হতেই পারে
তবে গানের মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রীর প্রেম বহু-বিদিত
এরা বাঁধা পড়ে সুরের মায়াজালে, অনেকে বাড়ি থেকে পালিয়েও যায়
তারপর পড়ে গভীর গাড্ডায়
ওদের নানা রকম অভাব একটা লকলকে সাপের মূর্তি ধরে
গিলে ফেলতে চায় ওদের

একদিন সন্ধ্যায় আমি পৌঁছোবার পরেই বৃষ্টি এল
সে বছরে তা সবচেয়ে স্মরণীয় বৃষ্টি
কী যে তার তেজ, ঝিমুর ঝামর, আকাশ চেরা
চিচিং ফাঁক!
এর মধ্যেই পড়তে বসা, লিখতে বসা একটা জানলা খুলে
আজকে শুধুই মেঘদূত আর মেঘদূত, মেঘদূত
মিনিট কুড়ি পরেই আমার কী যে হল, আগে কখনও হয়নি
উত্তেজিত হল আমার পুরুষাঙ্গ, আমি শুনতে পেলাম
তার নিঃসঙ্গ গর্জন
তারপর আমি কিছু ভাবিলাম না, কিছু চাইলাম না
আমার ডান হাতটা তারই নিজস্ব চিন্তাশক্তিতে
এগিয়ে ছুঁয়ে দিল নয়নার ডান দিকের স্তন
তারপরই চেয়ে দেখলাম নয়নার মুখের দিকে
সে একই ভাবে বসে আছে, মুখে মৃদু মৃদু হাসি
সে হাতটা সরিয়ে দেয়নি, পিছিয়ে যায়নি,
রাগে চিৎকার করেও ওঠেনি
মিনিট খানেক আমার হাতটা রইল সেই একই জায়গায়
তারপরই যেন ফিরে এল আমার সম্বিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছি ছি ছি, এ আমি কী করলাম, নয়নার সঙ্গে আমার সুন্দর সম্পর্ক
আমি ভেঙে দিলাম এত তুচ্ছ কারণে
অনুমতি না নিয়ে মেয়েদের গায়ে হাত দেয় তো
শেয়াল-কুকুরের মতন লোকেরা
হাতটা সরিয়ে এনে, এবার দু'হাত জুড়ে বললাম
মৃগনয়না, আমাকে ক্ষমা করো, আমার মাথায় হঠাৎ
যেন ভূত চেপেছিল
আমি নিজেই প্রথমে বুঝতে পারিনি, ক্ষমা করো
প্লিজ ক্ষমা করো
নয়না একই ভাবে তাকিয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না।
আমি আবার বললাম, মুনিদেরও মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়
সে তুলনায় আমি তো কোন ছার
আমি শপথ করছি, তোমার ঐ পবিত্র শরীরে আর কখনও
আমি নিজে বা অন্য কারুকে কলুষিত করতে দেব না
বিশ্বাস করো, এরকম সত্যি কথা আমি আগে কখনও বলিনি
নয়না একই রকম নিরুত্তর, একই রকম চেয়ে থাকা।
হাত জোড় করেই আমি বললাম আবার
নয়না, আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি আজকের এই ব্যাপারটা
কারুকে বলো না, প্লিজ, প্লিজ, এতো সামান্য সময়ের জন্য
আমরা মুছে ফেলব, কারুর কোনও ক্ষতি হবে না
অন্য লোকরা জানলে তারা অনর্থক ঘোঁট পাকাবে
তাই বলো না কারুকে, প্লিজ, আমার এই অনুরোধ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইবারেই নয়না নড়ে চড়ে উঠল, যেন পাথরের মূর্তিতে এল প্রাণ
দু'চোখ বিস্ফারিত করে বলল, কারুকে জানাব না?
কেন? নিশ্চয়ই জানাব
তবে এক্ষুনি নয়...
সে তার মুখের হাসিটি মুছল না, হাসিটিও
একেবারে অন্য রকম
তার এই কথা শুনে ভয় পাব না, এমন সাহসী পুরুষ আমি নই
ও কাকে ফস করে বলে দেবে, হয়তো তখন অনেকে মিলে
আমার মাথায় গোবর ঢালতে চাইবে

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙেই আমার মনে এল একটি প্রশ্ন
আর কি মৃগনয়নাকে পড়াতে যাওয়া ঠিক হবে?
এখন যদি কিছু দিনের জন্য কোথাও পালিয়ে যাই
আবার যখন আরও বড় কোনও ঘটনায় সবাই জিভ নাড়াচাড়া করে
তখন হয়তো আমার ব্যাপারটা ভুলে যাবে জনগণ
সেই সময়টা যাচাই করে আবার ফিরে আসা যেতে পারে
হঠাৎ ও বাড়ির চাকরি ছেড়ে আমি কোথাও পালালে
লোকে হয়তো আরও সন্দেহ করবে আমাকে
সুতরাং যাব, কি যাব না, এই দোলাচলে কেটে গেল সারাদিন
সন্ধের দিকে ঠিক করলাম, নাঃ অন্তত আজ কিছুতে নয়
চলে গেলাম বন্ধুদের আড্ডায়
কিন্তু কিছুতেই অন্যদের সঙ্গে গলা মেলাতে পারলাম না
মনের মধ্যে সবসময় একটা কাঁটা খচখচ করছে যে
পরদিন সকালে সেই একই প্রশ্ন, বিকেলের দিকে ঠিক করলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাঃ, একবার অন্তত দেখে আসা দরকার, কোথাকার জল
কোথায় গড়িয়েছে
এখন তো ক্ষেত্ররাম নেই যে ওপর তলায় হাঁক দিয়ে জানাবে
তবে, আমি নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসতেই কীভাবে যেন খবর চলে যায়
নয়না নেমে আসে একটু পরেই
সেদিন গিয়ে দেখি, নয়না আগেই এসে বসেছে
আর একটি ন'দশ বছরের মেয়েকে শেখাচ্ছে নামতা
আমাকে দেখে সে বলল, মাস্টারমশাই, এ আমার মাসতুতো বোন
কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে, ওর নাম শ্রীপূর্ণা
ও যদি এখানে বসে থাকে, আপনার আপত্তি আছে?
আমি বললাম, না, না, আপত্তি কীসের, বসুক না।
(ওদের বাড়ির কোথায় কে বসবে, তা নিয়ে মতামত করার
কি এক্তিয়ার আছে আমার?)
আজ বৃষ্টি নেই, তাই আজ মেঘদূত নয়, আজ পড়তে হবে ভূগোল
আমার বুকের ভেতরের ক্ষতটা দপদপ করে উঠল
ঐ বাচ্চা মেয়েটিকে এখানে বসিয়ে রাখার একটাই অর্থ হয়
আমি আর বিশ্বাসযোগ্য নই, আমি যাতে আবার বাঁদরামি না করি
তাই ঢাল হিসেবে আনা হয়েছে মেয়েটিকে
অন্যদিন যে-কোনও বিষয় পড়বার সময়
খোলামেলা ভাবে কত অন্য গল্প হয়
আজ আমরা নীরস ভাবে পাতার পর পাতা পড়ে চলেছি
শ্রীপূর্ণা মেয়েটি বেশ লক্ষ্মী স্বভাবের, একটাও কথা বলছে না
এ বই সে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে, বা ছবি দেখছে
আধঘণ্টা পরেই নয়না একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলল, শ্রীপূর্ণা, তুই এবার ওপরে যা, তোর দুধ খাওয়ার
সময় হয়ে গেছে
তারপর তুই আমার ঘরে গিয়ে গান শুনতে পারিস।
যে কারণে মেয়েটিকে সঙ্গে রেখেছিল নয়না,
সে কাজটা তো মিলল না।
ওর মুখে ফিরে এল কালকের মতন হাসি, দৃষ্টিতে আছে
কিছু অব্যক্ত কথা
ও কি আমার সঙ্গে কিছু খেলা খেলতে চাইছে?
আমি পৃথিবীর দুর্বলতম মানুষের গলায় জিজ্ঞেস করলাম
তুমি কি কারুকে কিছু বলেছ?
সে উত্তর দিল, এখনও না
আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললাম
নয়না, প্লিজ এক্সকিউজ মি, আমাকে আজ তাড়াতাড়ি
চলে যেতেই হবে, একটা খুব জরুরি কাজ

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসস্টপের দিকে যেতে যেতে
আমার মনে হল, সব সময়ের জন্য মেয়েদের একটা
সাধারণ হাসি
আর বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে ফুরফুরিয়ে ওঠে
একটা বিশেষ রকম হাসি
যে পুরুষ সেই অন্য রকম হাসির মর্ম বোঝে না
তাকে সারাজীবনই দুঃখ পেতে হয়
আমিও কি সেই রকম বৃত্তে পা দিয়ে ফেলেছি?
পরদিন সকালেই নয়নার মাকে একটা
সংক্ষিপ্ত চিঠি পাঠিয়ে জানালাম
আমাকে এখন নিজের পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকতে হবে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই গৃহ শিক্ষকতার কাজ আর চালাতে পারব না।
আমায় ক্ষমা করবেন।
আমি অনেক ব্যাপারেই আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার শ্রদ্ধা
জানবেন। ইতি
তারপর আর কী? শেষ পরীক্ষা টরিক্ষা মিটে গেলে, আত্মীয়-স্বজন
বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আস্তে আস্তে বিচ্ছেদ শুরু হয়ে যায়,
কেউ জীবিকার কারণে চলে যায় দূর দেশে
কেউ তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিমগ্ন হয় সংসারে
কেউ কাছাকাছি থাকলেও আগের মতন আর গল্প জমে না,
ক্বচিৎ দু'-একজন একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়
মৃগনয়নার সঙ্গে এর মধ্যে আর দেখা হয়নি
তবে ওদের মতন বিখ্যাত পরিবারে বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন হলে
খবরের কাগজে তা ছাপা হয়
বছর সাতেক বাদে সেই খবরের কাগজের লেখা থেকে জানলাম,
মৃগনয়নার বিয়ে হয়েছে ঐ রকমই বিখ্যাত আর একটি পরিবারের
একটি ছেলের সঙ্গে
এর মধ্যে মৃগনয়না পিএইচডি করে ফেলেছে
সেই বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করেনি, করবেই বা কেন?
তবে এরও বছর দুয়েক বাদে একটা পার্টিতে দেখা হয়ে গেল
কীসের পার্টি মনে নেই, বিস্তর মানুষ, বেশ দূরে
দেখতে পেলাম মৃগনয়নাকে
আমি কথা বলার কোনও আগ্রহ দেখাইনি, তবু কী করে যেন
একটু বাদে এসে গেলাম কাছাকাছি
ওকে ঘিরে আছে তিন-চারজনের একটি দল
তাদের মধ্যে আমার আধা চেনা একজন বলল,
আসুন আলাপ করিয়ে দি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়না হেসে উঠে বলল, আলাপ আবার কী, উনি আমার মাস্টারমশাই ছিলেন
তার রূপ আরও খুলেছে, এখন সে একজন পূর্ণাঙ্গ নারী
এইসব জায়গায়, আপনি কেমন আছেন, তুমি কেমন আছ
এই ধরনের কথাই হয়
তারই মধ্যে হঠাৎ আমার মেরুদণ্ডে একটা ভয়ের শিহরন নেমে এল
যদি হঠাৎ সে বলে ওঠে, জানেন, একদিন এই মাস্টারমশাই
কী কাণ্ড করেছিলেন
ওর দিকে চোখাচোখি হতেই দেখি, আমার জন্য একটা আলাদা হাসি আর দৃষ্টি
এ পর্যন্ত সে অন্য হাসি দেখাচ্ছিল
একটু বাদে দলটা চলে গেল
তাতেও আমার খুব একটা শান্তি এল না
ও কি সেই কথাটা জানিয়েছে অন্য কারুকে
আমার দিকে তাকিয়ে ও কি ওর একটা চোখ নামিয়েছিল সামান্য?
না, না, এটা আমার নিছক কল্পনা
এর বছর দেড়েক বাদে আমার বিয়ের সময় ওকে কার্ড পাঠিয়েছিলাম
বলাই বাহুল্য, আসেনি
এর পরেও কয়েক বছর অন্তর অন্তর দেখা হয়ে গেছে ওর সঙ্গে
কোনও বিয়ে বাড়িতে কিংবা সিনেমা হলের সামনে
খেজুরে আলাপ ছাড়া অন্য কোনও কথা হয়নি
শুধু আমি লক্ষ করলাম, আমার জন্য ও সেই বিশেষ হাসিটি
আর দৃষ্টি এখনও রেখে দিয়েছে।

একদিন আমি এয়ারপোর্টের সামনে, শুকনো জায়গায়
দু'হাত-পা ছড়িয়ে প্রচণ্ড আছাড় খেলাম
তারপর আর উঠে দাঁড়াতেই পারি না
কয়েকজন আমাকে ধরাধরি করে তুলে দিল একটা ট্যাক্সিতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির সামনেও সেই রকম ভাবে আমাকে ওঠানো হল দোতলায়
কয়েক দিনের মধ্যেই টের পেলাম, আমার পাদুটো এত বহন করেছে আমাকে
ওদের নিয়ে কত জায়গাতেই না আমি গেছি, জঙ্গলে, পাহাড়ে
হিংস্র মরুভূমিতে
এখন তারা বিদ্রোহ করেছে, ওরা আর আমাকে
বহন করতে চায় না
এখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে বাথরুমেও যেতে পারি না
বেডপ্যান দেয়
আমার স্ত্রীর পরিবারে দু'তিন জন ডাক্তার
তারা আমায় বারবার পরীক্ষা করেও রোগ ধরতে পারে না
তৃতীয়বার ব্লাড টেস্টের পর জানা গেল
আমার হয়েছে সেই অসুখটা, বিচ্ছিরি একটা নাম
যা দশলক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের হয়
সেই জন্যই এর চিকিৎসার কোনও ওষুধ নিয়ে কেউ
মাথা ঘামায় নি
আমার মৃত্যু একেবারে অবধারিত, কিছুদিনের মধ্যেই
তবু মধ্যবিত্ত পরিবারে অকারণে প্রচুর অর্থ ব্যয়
করে যেতে হয়
আমার জ্ঞান আছে, কতবার আমার স্ত্রীকে বলেছি
এলেবেলে ওষুধ খাইয়ে আর টাকা নষ্ট করো না
আমি চুপচাপ শুয়ে থাকি, তারপর একদিন
কেউ মানেনি সে কথা; ঐ যে যদি কেউ বলে
আমাকে বিনা চিকিৎসায় মেরে ফেলা হয়েছে
সেই সামাজিকতার চাপে আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হল
দলে দলে মানুষ দেখা করতে আসে শেষ কথাটা জেনেই
তারা কেউ সান্ত্বনাকথা শোনালে আমার হাসি পায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কি একটা গর্দভ নাকি যে এখনও আশা করে থাকব?

একদিন দেখি, আমার কিউবিকলে সাত আটজন নারী-পুরুষ
দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মৃগনয়না
ও কী করে খবরটা জানল, এর মধ্যে সাত বছর ওকে দেখিনি
ধরেই নিয়েছিলাম ওর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে
এক সময় দেখি, সে আমার নার্সের কানে কানে
কী যেন সব বলছে
একটুবাদেই সেই নার্স সবাইকে অনুরোধ জানাল
বাইরে চলে যাবার জন্য
তখন নাকি আমাকে স্নান করানো হবে
আর সবাই চলে যাবার পরও দাঁড়িয়ে রইল নয়না
নার্সটিও বাইরে যাবার পর নয়না এল আমার কাছে
তার মুখ শুকনো নয়, বিষণ্ণও নয়, আগেরই মতন হাসি মাখা
সে বলল, কেমন আছো, তুমি
নয়না সব সময় আমাকে আপনি সম্বোধন করত,
আজ তুমি?
শুনেই যেন বুকটা জুড়িয়ে গেল
সে জিজ্ঞেস করল, তুমি উঠে বসতেও পারো না?
আমার হাত ধরবে?
সিনেমা-থিয়েটারে এরকম দৃশ্যে মৃত্যুপথযাত্রী
প্রেমিকার হাত ধরে দিব্যি উঠে বসে,
তারপর বোধহয় নাচতে শুরু করে দেয়
আমি নয়নার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরলাম, কিন্তু উঠলাম না
বহু বছর পর নয়নাকে এই স্পর্শ
একটু পরে আমি বললাম, নয়না তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতদিন পরেও আমার একটা খটকা রয়ে গেছে মনে
তুমি বলেছিলে সেই ঘটনার কথা অন্যদের জানিয়ে দেবে
এর মধ্যে কি জানিয়েছো কারুকে?
সে দুদিকে মাথা নাড়ল
আমি আবার বললাম, কেন বলোনি?
নয়না বলল, কী করে বলব, তুমি যে আগে কিছু বললে না।
আমি আর কী বলব, ক্ষমা চেয়ে তো নিয়েছিই তোমার কাছে
নয়না আমার একটা গাল টিপে দিয়ে কৌতুকের সুরে বলল,
বোকারাম, একথাটা বুঝলে না যে বিয়ের কথা
মেয়েদের চেয়ে পুরুষদেরই আগে বলতে হয়
আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, বিয়ের কথা? কার বিয়ে?
নয়না বলল, আমাদের, আমি যে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছি
তুমি বুঝলে না কিছুতেই!
আমি ভাবলাম, পাগল নাকি? কিংবা এই কথাটা এক্ষুনি বানালো?
বিয়ে? আমি একটা গরিব পরিবারের বেকার ছেলে তখন
আর মেয়েটি এক বিখ্যাত পরিবারের, তাও আবার অত রূপসী
ঐ বিশাল প্রাসাদ থেকে তাকে বার করে এনে
উঠব গিয়ে আমাদের দু'কামরার লঝঝরে ফ্ল্যাটে?
আমি বললাম, তুমি আমার সঙ্গে মজা করতে চাইছিলে, তাই না?
নয়না বলল, হ্যাঁ মজাই তো, আমাদের বাড়িতে সব সময়
একই রকম, একঘেয়ে বিয়ে হয়
আমি তার থেকে বিদায় নিয়ে তোমার সঙ্গে
একটু থেমে সে আবার বলল, তোমরা দারিদ্র্য ব্যাপারটা যেভাবে জানো
আমরা তো তা জানি না, আমরা জানি খিদে পেলে কেক খেতে হয়
আমি ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে থাকব, আর কিছু চাইব না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার গলা কাঁপছে, আমি বললাম, নয়না তুমি তো
আমাকে জানাওনি সে কথা
নয়না বলল, তুমি যদি সেটা বুঝতে না পারো, কিংবা চাও কিনা
সেটা তো আমাকে জানতে দিতে হবে আগে

যাক গে সে সব কথা
নয়না তার ডানদিকের স্তনে হাত রেখে বলল
ওগো মাস্টারমশাই, তুমি আমার এই দিকটা ছুঁয়ে ছিলে
অন্য দিকটা ছোঁওনি, সে জন্য ও বেচারির কী অভিমান
এখনও মাঝে মাঝেই আমাকে তা জানায়
শোনো, জরুরি কথাটা হচ্ছে, তোমাকে একবার
এই দিকের বুকটা একবার ছুঁয়ে দিতে হবেই
নিজের হাত তুলে স্বেচ্ছায়
আমি তোমার এই কাঁপা কাঁপা হাত দেখতে চাই না
আমার এই বুক ছোঁয়ার জন্য তোমাকে তো
এবারের মতো বেঁচে উঠতেই হবে!
আমি প্রায় হতবাক, এ মেয়েটা বলে কী?
মাঝখানে কুড়ি বা পঁচিশ বছর কেটে গেছে
দু'জনেই বিবাহিত, ছেলে-মেয়ে আছে
এখন বাচ্চাদের মতন ছোঁয়াছুঁয়ির কথা কি মানায়
আমি তখন ছুঁয়েছিলাম এক প্রান্তিক কিশোরীর উদ্‌ভিন্ন স্তন
এখন সে চল্লিশ বছর বয়েসের এক প্রায় প্রৌঢ়া
এখনও কি তার স্তন, কিংবা হতেই পারে...
নয়না আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে বলল,
বাই, আবার শিগ্‌গির দেখা হবে
আমি জেনে নেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে চলে যাবার পর আমার ঘোর লেগে গেল
এক মহিলার একটা স্তন ছোঁয়া বাকি আছে সে জন্য
আমাকে বেঁচে থাকতে হবে
অসম্ভব হলেও, অসুখ যদি তা না বোঝে তবু
ভাবতেই কী ভালো লাগে
সত্যি সত্যি সব ডাক্তারকে হারিয়ে দিয়ে
বেঁচে উঠলাম আমি! এই আমি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীরা শুধুই নারী

আমার যখন তেরো বছর বয়েস
তখন পর্যন্ত কোনও নারীকেই চিনি নি, যদিও
মা, মাসি, পিসি ছাড়াও কত মেয়েকেই তো দেখেছি
কিন্তু তারা কেউ নারী ছিল না
মাকে বাদ দিলে আর সব মেয়েদেরই, এমনকী মাসি-পিসিদেরও
যৌন চুম্বক থাকে
বন্ধুর বোন-টোনদের হাতে থাকে সোনার থালা

তারপর অনেক মানুষের জীবনেই আসে
ছোট ছোট ট্রয়ের হেলেন অথবা দ্রৌপদী
শ্যামবাজারের সরু গলিতেও ভাসানো হয় যুদ্ধ জাহাজ
ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়েও ছাদে উঠে কেউ কেউ গান গায়
কোনও কোনও মেয়ে খুব বাঁচে, বিছানায়, উরুতে গড়ায়
গরম, তরল বীর্য
তবু কি তাকে সঠিক চেনা যায়?

বহু বছর পেরিয়ে এসে এখন মনে হয়
এই পৃথিবী অদ্ভুত নৃশংস, আজও পুরুষেরা
মেয়েদের গোপন কান্নার মর্ম বোঝে নি
এই এক দানব সভ্যতা
নারী ছাড়া সৃষ্টি অসম্ভব, তবু নারীরা শুধুই নারী
তারা যেন মানুষ নয়, অন্য কিছু!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে নয়, আমাকে নয়

যত দিন যাচ্ছে ততোই আমি
নিজের কাছেই একটু একটু অপরিচিত হয়ে উঠছি!
এই যে আমার ডান পায়ের পাতা
আর গোড়ালি অঞ্চলে
একটা তীব্র জ্বালা বোধ করছি, খুবই তীব্র
এটা কার পা? আমার তো নয়, আমার
পা তো কোনও দোষ করেনি
এমনও হতে পারে, পা-টা আমার
কিন্তু জ্বালা-যন্ত্রণা অন্য কারুর ভোগ করার কথা
আমার একটা হাত আজ ছুটি নিয়েছে
কোন হাতটা যেন, ডান না বাঁ?
তার মানে, আজ একটা আয়না-খচিত
সারাদিন যাবে
যে রমণীটি এইমাত্র দরজা ঠেলে ভেতরে এল
আমার ঠিক তিরিশ সেকেন্ড দেরি হল
তাকে চিনতে
সে তার বুকের কাছে দু'হাতে ধরে আছে
একটা সাদা পায়রা
ছবিটা আরও স্পষ্ট করা হোক
দরজা ঠেলে ঢুকল এক নগ্ন নারী
তার সারা শরীরে একটা সাদা পায়রা ছাড়া
আর কিছু নেই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়রাটাকে সে উড়িয়ে দিল রামধনু আঁকা আকাশে
তারপর হাতছানি দিয়ে ডাকল... কাকে?
না, না আমাকে নয়, আমাকে নয়
আমি তো এক্ষুনি খেলা করতে যাব
রবি বর্মার সঙ্গে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা জোনাকি ছবি আঁকছে শূন্যে

আমার সেই পাগল বন্ধুটা, কতদিন তার অট্টহাসি শুনি না
পুরো দস্তুর পুলিশি পোশাক, জামায় কত লাল-নীল ব্যাজ
আর কোমরে রিভলভার টিভলবার সবই আছে
জবরদস্ত রূপবান চেহারায় সে এক শিশু
প্রায় গান্ধীজির মতনই অহিংস
একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, এখানে ঠিক সুরে আধ ঘণ্টা
বৃন্দাবনি সারং গাইতে পারলে এ গাছে প্রচুর জামরুল ফলে
গাছটা অবশ্য বাতাবি লেবুর, সে গাছে জামরুল ফলাতে
স্বয়ং তানসেনও কি পারতেন?
সেই সঙ্গে জুটেছিল শক্তি, সেও এক পাগল কোম্পানির মনসবদার
সিউড়ির সেই বাংলোয় রশিদের ছোট মেয়েটি টুথপেস্ট খেতে খুব ভালোবাসে
প্রতিদিন এক একটা কলগেটের বড় টিউব শেষ
আবার বড় মেয়েটি বাগানের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে গুপ্তধন খোঁজে
ওদের বাবা এমনি এক বড় অফিসার, যার মাসের শেষে
মাংস কেনার পয়সা থাকে না
শক্তি সকাল থেকেই সিগারেটে গাঁজা ভরায় ব্যস্ত
কখনও কেউ রসগোল্লা দিলে সে নুন মাখিয়ে খায়
এরই মধ্যে এসে পড়েন মির্জা গালিব
উর্দু জবান আর বাংলা ছন্দ নিয়ে সে কি ঝটাপটি
আমি জানলার ধারে বসে দেখতে পাই, সাইকেল রিকশায়
বই পড়তে পড়তে যাচ্ছে এক তরুণী
কী বই পড়ছে সে, তা না জানলে যেন জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপনারায়ণের কূলে সেই এক জ্যোৎস্না রাতে মধুপান উৎসব
শক্তির ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ শুনে
জল থেকে উঠে আসে এক জলকন্যা
তাকে অবহেলায় শক্তি দান করে দিল শুশুনিয়া পাহাড়ের শিলালিপিতে
তার গেলাসের মধ্যে খেলা করছে চাঁদ
রশিদ আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার ঘোড়াটা কোথায়?
আমি তো কখনও অশ্বারোহী ছিলাম না, বরাবরই পদাতিক
রশিদ আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, আ হর্স, আ হর্স
মাই কিংডম ফর আ হর্স
অবিকল তৃতীয় রিচার্ডের মতন সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শুরু করে নাচ
তারপর
তারপর একদিন ঘুম ভাঙার পর শক্তি এসে বলল, এবার যেতে হবে
তিনটে রাস্তা হাতছানি দিচ্ছে, চল রে রশিদ, আমরা যাই।

জানি, আত্মা ফাত্মা সব গুজব, শরীর ছাড়া জীবন হয় না
স্বর্গ কিংবা নরক, একবারের বেশি মানবজন্ম, এসবই
ছেলে ভুলানো রূপকথা
তবু পাগল বন্ধুদের হারিয়ে ফেলে এই দৃঢ় বিশ্বাসও
মাঝে মাঝে যেন টলে যায়
ওরা আর কোথাও নেই? আর দেখা হবে না কখনও?
স্বার্থপর কাঁহিকা, ফের সামনে পেলে দুই থাপ্পড় কষাতাম
এখন শান্তিনিকেতনে ঘাসের ওপর ঝরে পড়ছে পরিদের কান্নার মতন
হেমন্তের শিশির
একটা জোনাকি এলোমেলো উড়ে কী যেন ছবি আঁকছে শূন্যে
আমি সমস্ত একাকিত্বের চেয়েও একা হয়ে অন্ধকারে
অদৃশ্য হয়ে আছি বারান্দায়!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছতলায়

এবার এই গাছতলায় একটু বসি
দু'দিকে এলেবেলে মাঠ, পড়ন্ত বিকেল,
বাতাস এতোল বেতোল
পায়ের ব্যথা একটু জুড়োই
কাঁধের ঝোলায় এখনও রয়েছে তৃষ্ণার জল
আর কতদূর যেতে হবে জানি না...
সারা জীবন ধরে কত সঙ্গী-সাথী
তবু কখনও কখনও
গাছতলায় একা বসতেই হয়
সেই একাকিত্ব এক লহমায়
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে যায়
আবার ফিরেও আসে
চোখের সামনে ঝলসে ওঠে
অনেক মায়ার প্রতিচ্ছবি...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকুলছায়ায়

একবার দেখা দাও এখানে এ বকুল ছায়ায়
একবার কান্না বিন্দু ঝরুক না পায়ে
একবার চেটে নিই গাল থেকে ঘাসের লাবণ্য
শেষবার মনান্তর, তর্ক ছুটি নিক!

কোথায় বকুল গাছ, আপাতত খুঁজে দেখতে হবে
ততক্ষণ তুমি থাকো, রেললাইনের ধারে
বস্তিতে আগুন, নাকি কে কার গলায় ঢালবে বিষ
কীসের প্রচণ্ড শব্দ, কেউ তাতে মাথাই ঘামায় না

মানুষের কত ভেল্কি, হাড়মাসে সবাই মানুষ
চড়ুই পাখিরা সব ছেড়ে যাচ্ছে অভিমানে চেনা ঘুলঘুলি
গাছেরাও পায়ে হাঁটে, জলাভূমি, সামনে মরুভূমি
ইতিহাস বই থেকে উঠে আসে সাহেবের ভূত

আমি বড় জেদি, আমি তোমাকেই অন্তত একবার
বকুল গাছের মর্মতলে, সে গাছটা নাই বা থাকুক
ঝরাও অশ্রুর বিন্দু বুক ছুঁয়ে, চোখ শুকনো, তাও ক্ষতি নেই
ওরে খুকি, নশ্বরতা-অমরত্ব, কী চাস, বল না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার যখন জ্বর হয়

জানলা বন্ধ, কাচের ওপাশে একটা জোনাকি
সেদিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে
তোমার যখন জ্বর হয়, তখনই তো তুমি
এসব দেখার সময় পাও
কোথায় ঘাপটি মেরে ছিল একটা টিকটিকি
হঠাৎ দৌড়ে এসে সে কপাৎ করে
মুখে পুরে নিল জোনাকিটাকে
আর কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে সে সেটাকে
মুখ থেকে বার করে ফেলে দিল মাটিতে
জোনাকিটা মরে নি, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উড়ছে
আমি তো জানতাম, টিকটিকির অভক্ষ্য বলে কিছু নেই
তা হলে, তবু, কেন ইত্যাদি
আমি বারবার এর চিত্রনাট্য গড়ি আর ভাঙি

জানলার বাইরে এরকম ছোটখাটো নাটক
হয়েই চলেছে সব সময়
ওগো জ্বর, তুমি এখনই আমাকে ছেড়ে যেও না
থাকো, থাকো, আর একটু থাকো লক্ষ্মীটি!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই ছেলেটি, ওই মেয়েটি

ওই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রাখো, প্লিজ
কোন ছেলেটি?
যে একসময় মহাকাশ জয় করতে যাবে

ওই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রাখো প্লিজ
কোন ছেলেটি?
যে একটা গুহার মধ্যে মাকড়সার জালে
আটকে পড়েছে

ওই মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখো প্লিজ
কোন মেয়েটি?
যে তোমার পাশেই বসে আছে, কোনও একদিন
তুমি ওর গর্ভেই জন্ম নেবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী ও শিল্প

দান্তের মৃত্যুর সময় পেত্রার্কার বয়স, সতেরো
বোকাচ্চিও গোঁড়া খ্রিস্টান ছিলেন না
লরাকে তিনি প্রথম দেখেন, ১৩২৭, ৬ এপ্রিল
গুড ফ্রাইডে, সকালবেলা
আভিগননের সান্তা ক্লারা গির্জায়
বিবাহিত জীবনে লরা বারোটি সন্তানের জননী হন
আর মারা যান ব্ল্যাক ডেথে, ১৩৪৭-এ
সত্তর বছরের জন্মদিনে পেত্রার্কা একটা বইয়ের ওপর
মাথা দিয়ে শুয়েছিলেন
সেভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়, ১৩৭৪, ২০ জুলাইয়ে

রোমে পেত্রার্কাকে পোয়েট লরিয়েট হিসাবে সম্মান জানানো হয়
যদি ভার্জিল আবার জন্মেছেন
তিনি বলতেন, উকিল, ধর্মশাস্ত্রকার এমনকী তাঁর ভৃত্য পর্যন্ত
ছন্দ মেলায়
তাঁর ভয় হয়, গোরুটাও এবার শুরু করে দেবে
পেত্রার্কা সনেট লিখতে শুরু করেন এই দুরূহ ফর্মটি
যে-সে আয়ত্ত করতে পারবে না বলে

বোকাচ্চিও মারিয়া দি অ্যাকিউনোকে প্রথম দেখেন ১৩৩১ সালে
এক শনিবার সকালে গির্জার প্রার্থনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে ছিল এক জারজ কন্যা, বোকাচ্চিও তার নাম দেন 'ফিয়ামেত্তে',
অর্থাৎ 'লিটল ফ্লেম'
পাঁচবছর ওর পেছনে ঘুরঘুর করেন তিনি, মেয়েটির অনেক প্রেমিক ছিল,
যারা নব্য ধনী
তারপর ওদের মিলন হয়, আর বিচ্ছেদও হয়ে যায় ঠিক এক বছর পর
কারণ কবি বেশি খরচ করতে পারছিলেন না
বোকাচ্চিও মারা যান ২১ ডিসেম্বর, ১৩৭৫, ৬১ বছর বয়েসে
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি 'দ্য লাস্ট সাপার' আঁকার সময়
সাদা দেয়ালটির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকতেন
মিলানের একটি চার্চের নাম, সান্তা মারিয়া, তার দেয়ালে
ছবিটি আঁকা হয়
'মোনালিসা' এঁকেছিলেন ১৫০৩-৬ সালে
মহিলার নাম ছিল ম্যাডোনা এলিজাবেথা
মিকেলাঞ্জেলো দিনের পর দিন একজামাকাপড়,
এমনকী জুতো পরেও বিছানায় যেতেন
রাফায়েল রূপসী মহিলাদের ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন
সুপুরুষ ও বিলাসী লিওনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো আর রাফায়েল,
তিনজনই ছিলেন অবিবাহিত
রাফায়েল মারা যান মাত্র ৩৭ বছর বয়েসে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকুল গন্ধের মতো

দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি পর্বত শিখরে একলা বৃক্ষের মতন
সকলেই দূরে আছে, এই যে গোধূলি, মেঘ, উদাস সূর্যাস্ত
কেউ ডাক দেবে না আমাকে জানি, পৃথিবীর সমস্ত বাতাস
উচ্ছিষ্টের মতো লাগে
দৃশ্যের দেবতাবৃন্দ নিঃস্ব হয়ে আছে
বাস স্টপে একা আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি
যেন পর্বত শিখরে!
মৃত বন্ধুদের মুখ মাঝে মাঝে বড় মনে পড়ে
যেন কথা রাখিনি কখনও আমি, বহু টুকরো ধার শোধ যেন হয়নি
'আমরা কিন্তু পৃথিবীর সব জরিমানা চুকিয়ে এসেছি ভাই'
ওরা বলল
'এমনকী বান্ধবীর পুনর্বিবাহের সানন্দ সম্মতি অবধি'
তুমি আজ একলা কেন?
তোমার রমণী, প্রতীক্ষায় আছে আজও, যাও
আমি কি এমন অবেলায় ক্লিষ্টচোখে গোধূলি মেখে
সেই রমণীর কাছে যাব?
শীতল হাতের ঘাম ভুরুতে, কপালে, ওষ্ঠে মেখে আমি তার
কতটুকু চিহ্ন পাব, অথবা শরীর থেকে লজ্জা খুলে নিয়ে
বুকের ভেতরে ঘৃণা নেব
না, এখন দূর থেকে যেন সব করুণ অলস মনে হয়
বকুল গন্ধের মতো...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার শান্ত মুখ

ওই নিশানটা গুটিয়ে ছিল বুকের মধ্যে, এবার
হাওয়ায় ওকে উড়িয়ে দাও, ব্যাকুল নীলিমায়
হা হা অট্টহাস্যে হাসাও, ভাসাও পারাবার
উন্মোচিত বুকের রঙে, ঘ্রাণে, পূর্ণিমায়

অনেকদিন চেতনাহীন শরীর জ্বলে জ্বলে
শীতের সাপ সূর্য চেয়ে দীপ্ত ফণা করেছে উদ্যত
অনেকদিন জমেছে বিষ, এবার সন্ধ্যা হলে
থাকব না আর অসহায়ের মতো

নিঃশ্বাসের স্পর্শে পোড়া ফুলগুলি ওই লুটোয়
ধুলোর মধ্যে অপমানিত কেন?
দূরের সাদা মন্দিরের ঘণ্টা বাজল যেন
কয়েকবার, কিংবা কবার? শূন্য হাতের মুঠোয়

তোমার শান্ত মুখ লুকনো
যেন তোমার ওষ্ঠের আর্দ্রতা
মন্ত্রে টানে এক পৃথিবীর
লুপ্ত নীরবতা...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় সমগ্র

সময় সমগ্র নামে একটা হোঁৎকা, মোটকা বই বেরিয়েছে
কে যেন তার একটা কপি রেখে গেছে আমার টেবিলে
গল্প-উপন্যাস, নাটক বা প্রবন্ধও নয়, এমনকী কবিতাও না
এটা সময় সমগ্র
আমার কেন জানি মনে হল, এ বই ছুঁতে গেলেই
আমার একটা আঙুল পুড়ে যাবে
একটুক্ষণের মধ্যেই ঝোড়ো বাতাস এসে উলটে দিল পাতা
সে পাতাটি একেবারে শূন্য আর সাদা
ও এই ব্যাপার
আমার জন্য আর একটুও সময় বরাদ্দ নেই
এই গণ্ডি পেরিয়ে আমাকে এবার যেতে হবে অনেক...
না, না, অনেক মানে কী, তাও তো সময় দিয়েই চিহ্নিত
আমার লাশ পড়ে থাকবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে
যাচ্ছি যাচ্ছি, এত তাড়াহুড়ো কীসের
হে সময়, আমার একটা শেষ গান শুনবে? কিংবা
আমার দিদিমণির কথা
আমার দিদিমণি তোমাকে খুব ভালোবাসতেন, তখনও স্টিফেন হকিং
জন্মাননি
আমার দিদিমণি প্রতিটি মুহূর্তকে করে দিতে পারতেন সুসময়
সেবারে যখন একটা গোরুচোর ধরা পড়ল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা ফুলের বাগানে এক দৈত্য,
কিংবা পিঁপড়ের যাওয়া আসা, পাশেই একটা উইঢিবি
কারা যেন ফিসফিস করছিল নদীর ধারে দাঁড়িয়ে
হে সময়, তোমার কাছে আমার সনির্বন্ধ শেষ মিনতি
তুমি স্বাতীকে সহসা ছুঁয়ো না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির চোখে দেখা ১

১

দেশকে সত্যি সত্যি মা বলে তো ভাবিনি কখনও
মুসলমানদের মতন, আমারও মাতৃভূমি বলে কিছু নেই
এই পৃথিবীর একটি মাত্র ভূখণ্ডে জন্মেছি বলেই সেটা
সবার সেরা
এ তো আবেগের বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি, তাই না?
সব ঠিক, তবু কিছু কিছু দেশাত্মবোধক গান শুনলে
বুকটা উদ্বেল হয়ে ওঠে
এমনকী চোখেও জল এসে যায়
তখন আমার রুমালে লেগে থাকে লঙ্কার গুঁড়ো।

AMARBOI.COM

২

যার আসার কথা ছিল, সে আসেনি
কিন্তু অনেকে এসেছে
যার আসার কথা ছিল, তার কথা আর
ভাববারও সময় নেই
তবু দরজার দিকে বারবার চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

বাংলা ভাষায় মুক্তি শব্দটার সঠিক অর্থ কি কেউ জানে?
অভিধানে যা লেখে, তা এলেবেলে
কথ্যভাষার নানা রকম মুক্তি নানা দিকে ছুটে যায়
গলিতেও ঢুকে পড়ে, সরু নদীতে সাঁতরায়
আমি যখন একা মনে মনে বলে উঠি, আমি মুক্তি চাই
তখন সত্যি সত্যি কী যে চাই, তা বুঝতে বুঝতেই
কেটে গেল এতখানি জীবন

৪

পেঁয়াজের দাম বেশি, বাঁধাকপি কিছু কম
ঝড়ের ঝাপটা এসে বাজারটা উড়ে যায়
স্টিমারঘাটায় কেউ বসে আছে, আজ আর ফেরি নেই
আজ আর ফেরি নেই, আজ আর ফেরি নেই, নেই ভাই, চলো
মেঘ ভাঙা আলো, যেন অলৌকিক, এমনতো
দেখিনি কখনও

৫

ব্ল্যাক হোল আলো খায়, কী দরকার ওর কথা ভেবে?
ব্ল্যাক হোল, কী দরকার, আলো খায়, ওর কথা ভেবে?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

এসো, সব রকম শৃঙ্খল ভাঙা হোক
শৃঙ্খলের বদলে শেকল বললেও চলে
আঃ কী মিষ্টি শব্দ, দমাদ্দম হাতুড়ি আর
হাওয়ায় উড়ছে অসংখ্য রঙিন কাগজ
ভাঙছে, শেকল ভাঙছে, দুনিয়া জুড়ে
একজন প্রায় বৃদ্ধ, থুতনিতে রুখু দাড়ি, ভ্যাবাচ্যাকা
তার মুক্ত হাত দুটি দেখিয়ে বলল,
এবার কী করব আমি?

৭

ডুমুর পাতায় লজ্জা নিবারণের কথাটাকে আর মনে রাখছে
আর লাগে না, লজ্জাই তো উধাও চতুর্দিকে
তা হোক না, যার যা ইচ্ছে, পোশাক থাক, কিংবা না থাক
স্বপ্ন দেখার কারণ তো নেই, আমি দেখছি
লজ্জারুণ নীরার মুখ দেওয়ালে ঠেস দেওয়া

৮

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, সেখানে টুনটুনি
পাহাড় ঘেরা সৈন্যদল কামান দাগছে, সেখানে টুনটুনি
ধানজমিতে রক্তপাত সেখানে টুনটুনি

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে যে মিথ্যে, কে যে সত্যি, তর্কাতর্কি, সেখানে টুনটুনি
এসব আমরা জানছি কী করে, সেখানে টুনটুনি।

৯

কবিতা ও ধ্যান, কিছু কিছু মিল তো আছেই
যেই আমি টেলিফোন ধরতে উঠে গেলাম
আর লেখা হল না সেই কবিতাটা

১০

বীরভূমের এবড়ো খেবড়ো মাঠে
উড়ে এসে পড়ল একটা উল্কা
ছোটখাটো হয়ে এসেছে, ভদ্রগোছের আগুন, প্রায় সন্ধে
একটি ছাগল চরাচ্ছে ছেলে তাকে কোলে তুলে নিয়ে
চলে গেল বাড়ি!
তারপর থেকে কোথায় যে গেল সেই ছেলেটা
তাকে আমি স্বপ্নে শুধু দেখি...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির চোখে দেখা ২

১

পৃথিবীর একদিকে সবাই ঘুমন্ত
অন্য পিঠে এই সময়ে সবাই জেগে
জেগে থাকাটাই সার্থক করছে
এর মধ্যে কোনও প্রতীক নেই, খুবই বাস্তব
এবং মিথ্যে
কেননা বাস্তব মানেই তো আর সব কিছু সত্য নয়।

২

তুমি ভালো আছ, মা?
মা তো চলে গেছেন পঁচিশ না ছাব্বিশ বছর আগে
তবু মনে মনে বারবার এটা বলতে ইচ্ছে করে।

৩

বর্ধমান স্টেশনে আছাড় খেয়ে পড়ার পর
স্পষ্ট শুনতে পেলাম, সুনু তোর লাগেনি তো?
মা চলে গেছেন অনেক বছর আগে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেনাশুনো কেউ নেই তো এখানে,
কে বলল
সুনু বলে আমায় ডাকবার মতন আর কেউ-ই নেই
মা চলে গেছেন অনেক বছর আগে, তাঁর গলার আওয়াজ
কি আমি বাকি জন্মে ভুলতে পারি?
দু'দিক থেকে দু'টো ট্রেন যাচ্ছে, ঝমাঝম শব্দে
তার মধ্যেও মায়ের কণ্ঠস্বর একটুও চাপা পড়েনি!

৪

তুমি কোথায়?
তুমি আছ কিংবা তুমি নেই
কেন আমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, কেউ তা দেখছে না
একটা রেল স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে
হারিয়ে যাচ্ছি আমি

AMARBOI.COM

৫

চাঁদ যেন বেশি উজ্জ্বল আজ রাতে
কারা যেন ওখানে হাঁটাহাঁটি করছে, খুব গর্বিত মুখে
আমি জানলা দিয়ে দেখি পুকুরের জলে
চাঁদের দোল খাওয়া
আমার জীবন এই দৃশ্যেই ধন্য হয়ে যাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

হাত থেকে সাবানটা খসে পড়ে গেল
বাথরুমে আমার নিঃসঙ্গতা হঠাৎ বেড়ে গেল অনেকটা
সাবানটা কি আজ পছন্দ করছে না আমাকে
সে কোথায় যেন লুকোবার চেষ্টা করছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির চোখে দেখা ৩

১

এখন এমন একটা বয়েসে পৌঁছেছি
যাতে বিখ্যাত একটি সিনেমার দৃশ্যের মতন
মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলায় বসতে ইচ্ছে হয়
যেতে তো হবেই
তাকি হঠাৎ একটি গাছের পাতা খসে পড়ার মতন
কিংবা মাসের পর মাস শুয়ে থাকার দুঃস্বপ্ন
একটা সেগুন গাছের চওড়া পাতায়
লিখে রাখব আমার জীবনী?

AMARBOI.COM

২

না, আমি রাস্তা নিয়ে আর কিছু
লিখব না
সব রাস্তাই আমায় নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে
সন্ধে হতে না হতেই চিনতে পারছি না কিছুই

৩

শ্রয়েডিঙ্গারের বিড়ালটি নিয়ে কিছুক্ষণ...
আমি বেড়াল নিয়ে কখনও...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু জানলায় একটি বেড়ালের ধূর্ত মুখ
এই দশতলায় গেঁথে থাকায়...
ওকে ওর জীবনী জানাবার ও দেখাবার
কোনও দরকার নেই!

৪

কী বলব ওকে?
ও তো কালবৈশাখীর কথা সবই জানে
তবু কয়েকটি কান্নার বিন্দু
লুকিয়ে রাখা যায় না?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির চোখে দেখা ৪

১

বাইরের বারান্দায় কে?
একটা উড়ে আসা বহুদূর থেকে
শুকনো পাতা
ভালো নাচতে জানে, গান গাইছে হাওয়া
এর সঙ্গে পাওয়ার মিল দেব না কিছুতেই
তাতে যদি নাচ-গান থেমে যায়, তবু...
এখন সন্ধে হয় হয়, সারা আকাশ জুড়ে
চলেছে সূর্যের সম্বর্ধনা
আমি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই লিখছি এই
সদ্য-স্মৃতিকথা।

AMARBOI.COM

২

আমাদের আকাশের সূর্য বেচারি এতই সামান্য
মহাশূন্যে রয়েছে প্রচুর রাক্ষস
ওদের অনন্ত খিদে, কাছাকাছি গ্রহ-নক্ষত্র পেলেই
গিলে ফেলে টপ করে
ও সূর্য, তুমি ওদিকে যেও না প্লিজ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির চোখে দেখা ৫

১

পিঁপড়েরা আমাকে ভালোবাসে
পিঁপড়েরা আমাকে ভালোবাসে সত্যিই
আমার দুই উরুর গহন স্থানে
একটা একলা পিঁপড়ে
তাকে নিয়ে কেটে যায় আমার
কত না সুসময়...

২

আমার সারা গায়ে ছাপা অক্ষর
ছাপা অক্ষরের পোশাক
রুমাল, গেঞ্জি এমনকী জাঙ্গিয়াতেও
ছাপা অক্ষর
কোথাও কোনও শব্দ নেই, শুধু
অক্ষরের বাঙ্ময়তা
আমি এখন অবিকল ঠিক আমার মতন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির চোখে দেখা ৬

১

আজ সারাদিন অপূর্ব বৃষ্টি
কলকাতা একেবারে ভেসে যাচ্ছে
আমি চিরকাল বৃষ্টির প্রেমিক
এই সময় বেশ দূরে কোথাও গেলে...

২

এত বৃষ্টি সারাদিন
অফিসে যেতে ইচ্ছে করল না
কিছু লিখলামও না
শুধু বই পড়ে কাটিয়ে দিলাম...

AMARBOI.COM

৩

এক একটা দিন আসে নদীতে
বান ডাকার মতন
এক একটা দিন চলে যায় ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে...

৪

ছুটির দিনটা কিছু না লিখে কাটালাম
তা হলে আর ডায়েরিতেও কিছু লেখা কেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির চোখে দেখা ৭

১

না হয় একটু ভুলই হল, দেরি ঘণ্টা দেড়েক
সোজা রাস্তা ঘোরালো আর জুতোয়
ছোট্ট পেরেক...

২

রাস্তাটা মনে পড়ে, আঁকাবাঁকা রাস্তা...

৩

বহুৎ তো হল দুনিয়াদারি, এবার ঘরে ফেরো
ঘর কোথায় গো, জ্বলছে আগুন, পুকুরগুলো শুকনো
সজনে গাছে বুলবুলিটি...

৪

রবিবারে কিছু লেখা আমি একেবারেই
পছন্দ করি না
রবিবার দুপুরের ঘুমটি অতি খাসা!

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির চোখে দেখা ৮

১

ভিতর বাড়িতে কোলাহল
ভাঙে কাচের বাসন
আমি বাইরের ঘরে

২

আর কতদিন ঠিক বেঁচে থাকব
জেনে রাখা বিষম দরকার
আমাদের বংশে কেউ দীর্ঘজীবী নয়
আর ঠিক কতটা বছর
পাঁচ না পনেরো?

৩

চতুর্দিকে অজস্র তীর, তীরবিদ্ধ আমি
ছুটতে ছুটতে এলাম
এখানে এত বারুদ পোড়ার গন্ধ কেন
কেন এমন বন্য পশুর ডাক!

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির চোখে দেখা ৯

১

পায়ের গোছে রুপোর মল, চিকণ কাজের শাড়ি
ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে জগৎ সংসারের খেলায়
অসংসারী নারী

২

ন'টা পঁয়তাল্লিশে ট্রেন, ক্রমশই দেরি হয়ে যাচ্ছে
বস্তুত বিকেল হলেই তারপরে ঠিকঠাক সময় হবে
এ নিয়ম কে বানিয়েছে?
এমনকী ঘড়ি যে বানিয়েছে সেও দেখা
শার্টপ্যান্ট, স্যুটকেস, চিঠির কাগজ
ক্রমশই দেরি হয়ে যায়, ক্রমশই দেরি

৩

প্রত্যুষের বৃষ্টি কোনও সাক্ষী চেয়েছিল
তাই আমি ঘুম ভেঙে বাইরে আসি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখির চোখে দেখা ১০

১

আমি যদি বলি, ভোরবেলা, কিছু একটা শব্দে
চোখ মেলে দেখি
একটা ময়ূর আমার জানলার বাইরে, দোতলায়,
পুরো পাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে
তা হলে মনে হবে, এটা আধো-স্বপ্ন কিংবা
স্রেফ কোনও উপমা
তা কিন্তু নয়, একেবারে সত্যি, দিল্লির লোদি উদ্যানের পাশে
অতিথি ভবনে এ রকম ময়ূর আসে মাঝে মাঝে
পুরো ঘুম ভাঙার একটু পরে মনে হয়
তাতে কী হয়েছে, একটা কাক এসে ডাকাডাকি করলে
তাকে নিয়ে কি আমি কবিতা লিখতাম?

AMARBOI.COM

২

এক যে ছিল রাজা, তার বংশধর এক ব্যাঙ
এক যে ছিল রানি, তার কী যে হল জানি
রাজার ছেলে সন্ধে হলেই ডাকে গ্যাঙর গ্যাঙ
রানি এখন ঘুরতে ঘুরতে বেশ্যাবাড়ির পাটরানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা যেমন রূপকথা, তার মধ্যে আছে আসল রঙবাহার

কেন সেটা জানতে হবে

থাকুক না ঠিক ঘুমের মধ্যে, রঙের মধ্যে

এক জীবনের সারাৎসার...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের জন্য ঘর

ঘরের জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য ঘর
গৃহিণী আর কর্তামশাই, বাচ্চাদের কল কণ্ঠস্বর
এই নিয়েই তো ঘরের প্রাণ
যখন তখন গান
নতুন রং, খাট-বিছানা, স্বপ্ন জেগে থাকে
দুষ্টু সোনামণি কখন হাতের ছাপ আঁকে
ভোরের আলো, বিকেলবেলায় ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া
ভালোবাসার মানুষজন করছে আসা যাওয়া
রান্নাঘর, বুলবারান্দা, ব্যস্ত হয়ে ঘোরা
আলাপ করতে এসে পড়ল পাশের বাড়ির ওরা
প্রতিটি দিন নতুন দিন ঘুম ভাঙার পর
ঘরের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ঘর!
ঘরের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ঘর!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরগুলি

লুকোবার গলি খুঁজি, গর্ত আগেভাগে
দেখে রাখতে হবে পূর্ণিমায়
শিকারি গোঁফের ছায়া ঘোরে ইতি উতি
ঘরের আড়ালে, আঙিনায়

তুমি তো লুকোলে, তবু যদি মুখোমুখি
পড়ে যাও দুপুরে দৈবাৎ
তবে কি আগুন জ্বলবে দগ্ধ সকলকে
অথবা বাড়িয়ে দেবে হাত?

শুধু বুঝি লেগে যায় সন্ধ্যায় সঙ্ঘাত
পলাতকও ফিরে ফিরে আসে
কেউ কারও মুখ দেখে না, বারুদের ঘ্রাণ
ভাসতে থাকে ঘোলাটে বাতাসে

আমরা কি ভুলে গেছি শিশির শৈশব
তাই দিন, রাত্রি ভরা খরা
তবু হে পরাণ মাঝি যেন রাখতে পারি
ভোরগুলি অম্লান, অধরা...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলাতকের কবিতা

তোমার জন্য ফুল বাগানে আসন পাতা
তুমি তোমার পায়ের ধুলো, কিংবা কাদা ধুয়ে এসেছ?
ধুলোও নয়, কাদাও নয়, রক্ত রেখা
শিশির নয়, অশ্রুও নয়, ওই পা ধুতে সাতটি চুমু।

সবাই বলবে, এঃ এ লোকটা এখনও এত পচা রোমান্টিক
পদ চুম্বন? তারপর কি পুজো আচ্চা?
পুজো তো হবেই, উরু এবং তার ওপরে জিভের লাস্য
ভ্রমর এবং মৌমাছিরা যা দূরে যা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋণী

হঠাৎ রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল
সমস্ত শূন্যতার চেয়েও বেশি শূন্য
দু'পাশের সব বাড়ির জানলা বন্ধ
সমস্ত নিস্তব্ধতার চেয়ে বেশি স্তব্ধ
শুধু একটা বাতিস্তম্ভের নীচে দাঁড়িয়ে আছে
একজন মানুষ
অনেকটা আমারই মতন, আমিই তো, খালি পা
এটা কি একটা স্বপ্ন?
কোনও স্বপ্নেই তো মানুষ নিজেকে দেখতে
পায় না
তা হলে এটা একটা দৃশ্য
একটা বাঁধানো ছবির মতন
মধ্য রাত, সমস্ত নির্জনতার চেয়েও নির্জন
এবার আমাকে যেতে হবে
এবার আমাকে, হ্যাঁ আমাকেই
কিন্তু বাংলা ভাষার কাছে যত ঋণ
কিছুই তো শোধ করা হল না
যত ঋণ, আমার, যত ঋণ, আমার ব্যর্থতা
এরকম ঋণী হয়েই চলে যেতে হবে
যেতে হবে, খালি পা, ঋণী, ঋণী...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই একটা চৌরাস্তায় পৌঁছে: অন্য ভাষ্য

এই একটা সময়ে পৌঁছে আমি আর
দুঃখের কথা শুনতে চাই না রে, এক্কেবারে শুনতে চাই না
দুঃখ মানে তো পাপড়ি-ঝরা শুকনো ফুল, আমি আর
বাগান থেকে ফুল ছিঁড়বই না কোনওদিন; এই একটা
সময়ে আমি নদীতে স্নান করতে গিয়ে যদি দেখি নদী
শুকিয়ে গেছে, তখন আমি বালি খুঁড়ব, খুঁড়তে খুঁড়তে
পৌঁছে যাব মায়া কৈশোরে; না, মোটেই তা অসম্ভব না।

এই একটা সময়ে পৌঁছে মানুষকে যদি চিনতেই না পারি
তাতেই বা কী, মানুষ তো বহুরূপী, অনেক মানুষ
যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যায়, কেউ কেউ খুব কাছ ঘেঁষে
উঁকি মারে, কী যেন দুর্বোধ্য, ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষায় কথা বলে
তখন মনে পড়ে, আমি তো আমার উনিশ বছরের বিধবা
অরু পিসিমার কোনও কথাই বুঝিনি, বুঝতে চেষ্টাও করিনি
অথচ যদিও আমি পিঁপড়েদের ভাষা বুঝি না, তবু
তাদের কথা বুঝতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না, আমি
তেরো বছর বয়েসে একটা একলা পিঁপড়েকে তুলে জলে ফেলে দিয়েছিলাম
যৌবনের প্রান্তে পৌঁছে, গয়ায় সেই পিঁপড়েটার পিণ্ড দেবার
কথা অনেকবার ভেবেছি, যদিও নিজের বাবা সম্পর্কে ওইসব
কিছু করার কথা কখনও আমার মনেও আসেনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই একটা সময়ে পৌঁছে সমস্ত বিশ্ব, মানুষ, প্রাণীকুল, লতাগুল্ম
বনস্পতি, গুবরে পোকা, কেন্নো, ফোড়িং ও অবিমৃশ্যকারী
ও ভুলতাড়িত সবাইকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, তোমরা
নাও বা না নাও, তবু আমাকে তো বিলিয়ে দিতে হবেই!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ দিয়ে হাঁটলে

পথ দিয়ে হাঁটলে তো দেখা হবেই, অমনি শুরু হবে
দ্যাখন হাসি আর কথার কথা
আর এইসব ভালো লাগে না!

রাত্তিরে কয়েক ঘণ্টা ঘুমের মধ্যে শুধু আছে মুক্তি
বাকি সমস্তক্ষণ ঝুটঝামেলা।

একটু আগে একা ছিলুম, তখন চৌকো চোখে বেশ
পরিতৃপ্তির সঙ্গে মেয়েদের দেখছিলুম
এখন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হতেই চোখ ফের
পটলচেরা হল

মুখে এল পরিকল্পিত ভদ্র রূঢ়তা,
পারস্পরিক অসহযোগ ও দূরত্ব গোপন করার জন্য
চীনি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রসঙ্গ তুললে
আমাকেও বুকের তৃষ্ণা চেপে রাখতে হল

যতক্ষণ একা ছিলাম, স্বাধীন ছিলাম, অথচ আমরা কেউ
একা থাকতে চাই না...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিধা

আনন্দে সৌভাগ্যে গর্বে দুঃখে যারা হাঁটে
পরস্পর মুখ দেখে দৃষ্টি চিনে নিতে
কাপুরুষতার বীজ প্রতি ধমনীতে
স্পন্দ্যমান, আমি জানি, প্রত্যেক ললাটে

ক্ষুদ্র চিহ্ন, ইঁদুরেরা তীক্ষ্ণ দাঁতে কাটে
তাঁবুর কানাত, দড়ি, অসহায় শীতে
আচ্ছাদনহীন, কার অমোঘ ইঙ্গিতে
যেন সকলেই কাঁপে দীর্ঘ, খোলা মাঠে

আকাশ পুরনো নীল, দীপ্ত রৌদ্রালোক
চিরকাল এক আছে, শুধু এ জীবন
প্রতি শতকের হাতে করে সমর্পণ
খণ্ডখণ্ড স্মৃতিমালা, পরিশুদ্ধ শোক

আমার মৃত্যুর পর, সন্দেহ, জানি না
মানব-সংঘের আত্মা আর বাঁচবে কি না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিধ্বনিময়

এ যেন সলিল ধ্বনি, অথবা নীরের শব্দ, কলুষ জলের
ফিরে আসা স্রোত, যেন আর্তনাদ, প্রতিধ্বনিময়
হঠাৎ সন্ধ্যায় যেন ডাক আসে স্বপ্ন বদলের
প্রতিধ্বনিময়

যেন এক জন্মমূক দু'হাতে জানালা ভেঙে অন্ধ মহলের
উদারায় ডাক দেয়, প্রতিধ্বনিময়, যেন স্বর
যুগল মূর্তির কাছে হঠাৎ আয়নার মতো অতি ভয়ংকর

জল, তুমি সরে যাও, আমাকে দেখতে চাও
অর্ধাঙ্গিনী পাঁক?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়াল

ওই যে তুমি, এই যে আমি, তবু দেয়াল
ঠুনকো পলকা ধাক্কা দিলেই ভেঙে যাবে দেয়াল
মানুষ এসে বলে, এই যে কেমন আছ, সেই দেয়াল
সকালবেলার অ্যালার্ম ঘড়ি জানিয়ে দেয়, আমি দেয়াল
মায়ের স্নেহ আড়াল থেকে অশ্রু মোছে, তুমি দেয়াল
ওই যে তুমি, এই যে আমি, তবু দেয়াল

ঘূর্ণি, আমার বুকের মধ্যে ঘূর্ণি ছিল
শৈশবের স্মৃতির খেলা ঘূর্ণি ভোলায়
তুমি বলোনি, তোমার বুকে বন্যা ছিল?
তুমি বলোনি, তুমি নদীর ভরা জোয়ার?
শৈশবের স্মৃতির খেলা মাটি দেখায়
ঘূর্ণি ছিল, জোয়ার ছিল, কিছু ভাঙেনি
ওই যে তুমি, এই যে আমি, তবু দেয়াল...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিংহ

আশ্চর্য, সিংহটা তবু রক্তাক্ত লোকটাকে রেখে গেল
দূর থেকে গন্ধ নিল, পীতরঙা শার্ট পড়া লোকটার চারপাশে
ঘুরে ঘুরে, একবার তিস্তার ডাকের মতো চাপা গর্জন করল
তারপর রাইফেল, জলের পাত্র, স্ত্রী-কন্যার ছবিসুদ্ধ লোকটাকে ফেলে
অরণ্যের সম্রাট চলে গেল গভীরতর বনে

লোকটার শরীরে যন্ত্রণা, কাঁটা, ভাটফুলে লালসার গন্ধ
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে, ভোর বা গোধূলির সূর্যের মতন, কে জানে!
তবে এখন প্রখর রৌদ্রের দুপুর
কাচপোকার চকচকে পিঠের মতো মসৃণ, আর কাকের শুকনো
জিভের মতো হাওয়া নিংড়ে নিচ্ছে কচি নিমপাতাগুলো
ধানের বুকে দুধ জমছে যেন কুমারী সন্তানবতী...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রিকোণ

একদিন ফিরে আসব আবার, হে অন্ধকার
আমরা সবাই তোমার আঁচলে মানুষ
কত দূরে যাব, কত রৌদ্রের প্রলুব্ধ সঙ্গমে
আবার ফিরব যেখানে যে আছি ছড়ানো ইতস্তত

হিরণ্ময়কে ভুলবে না কেউ জানি, সে এখন
সমুদ্রপাড়ে ঘুরছে কোথায় হয়ে উন্মাদ
কত দূরে যাবে কত রৌদ্রের প্রলুব্ধ সঙ্গমে
তবু ভুলবে না শিশির স্পর্শ, তবু ভুলবে না
গোপন প্রেমের কৈশোর কাল, মেঘের মতন
কার কালো চুল

আমি তো তোমার, হে অন্ধকার, চিঠের পাতার
মতন কাঁপি
আমি তো তোমায় মালতীর দেহে রোজ ছুঁয়ে থাকি
মালতী এখনও মধ্যরাত্রে কাঁদে আর ভাবে
স্বপ্নে যে যায় কত রৌদ্রের প্রলুব্ধ সঙ্গমে, তার চুল
ঢেকেছে আমায়, হিরণ্ময়কে, ঢেকেছে তাকেও

কেউ হারাবে না, ফিরবে সকলে, হে অন্ধকারে
আবার আমরা ওষ্ঠ উল্টে হেসে চলে যাব
বালকবেলার নর্মসঙ্গী তিনটি মানুষ
অচেনা আলোয়, আমি, মালতী ও হিরণ্ময়...

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্ত ভাঙার শব্দ

যখন যেখানে যাই অবিরল মুহূর্ত ভাঙার শব্দ হয়
মৃত ভিখারীর হাত তবু অমরত্ব যাচ্ঞা করে।

কে ওই একলা শয়ান অন্ধকার ঘরে
দুর্বল স্থাপত্য, ভাঙা কারুকার্য করা ওই দেহ
এ ঘরে রোদ্দুর নেই, তবু এক চকচকে আয়না
রাখা আছে, শিল্পের বিনাশ নেই এ দৃঢ় প্রত্যয়
বুক নিয়ে

মৈথুন সমাপ্ত করে ঘুমন্ত নিতান্ত ক্লান্ত
মেয়েটির পাশে
একা জেগে তৎক্ষণাৎ ওই যুবক কোনও কোনও দিন
কলম আঙুলে নিয়ে কাব্যের রহস্যে ডুব দেয়

আহা বড় দুঃখ হয়, যদি কোনও অশরীরী সর্পের দংশনে
যুবকের মৃত্যু হয় অকস্মাৎ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টিতে অমলেন্দু

সন্ধেবেলা, অমলেন্দু, বিষম বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি, বাগানে
দৌড়ে এসো বারান্দায়, হাত পা ছেড়ে বসো বেতের চেয়ারে
চমকে উঠল অন্ধকার, অমলেন্দু অন্ধকার বাগানে
বিষম বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি হাত পা ছেড়ে বসো বেতের চেয়ারে

চোখের নীচ নীলচে কেন, আয়না ভেঙে গড়িয়ে এল স্পষ্ট
বিষের মতো বাল্যকাল, একলা ওই ছেলেটা কেন বাগানে
অন্ধকারে বিষম বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি অন্ধকার বাগানে
দশ বছর আগের কোন অমলেন্দু ঘুরে মরত বাগানে
আজ মানায় না বৃষ্টি ভেজা, বারান্দায় বসো বেতের চেয়ারে

একলা বুক লোভের বাসা, বই পড়ো না, তাকাও দূর দেয়ালে
কারা আজও বৃষ্টি ভেজে, আড়াল পেলেই বুক খোলে কোন মেয়েটা
বহু যুবক দরজা ভাঙে, দরজা ভাঙার বিষম শব্দ ঝনঝনায়
মধ্যরাতে, অমলেন্দু, তুমি একলা অন্ধকার চেয়ারে
পাহাড়চূড়া থেকে একটা হত্যাকাণ্ড নিজের চোখে দেখো...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনন্ত মুহূর্ত

দক্ষিণ বাগানে এসে ঝুঁকে আছে সাতফুট আলো
আমি জানি, ওখানে শয়তান দাঁড়িয়ে নেই
আমার বাঁ-পাশে একটি বাজে পোড়া হিন্তাল বৃক্ষ
তার নীচে অতি স্বচ্ছ দর্পণ গোষ্পদ
সাত ফুট স্থির আলো, আমি জানি
ওখানে শয়তান দাঁড়িয়ে নেই

এখন সকালবেলা অপরাংশে মেঘছায়া
পাগলাটে একদল পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে যায়
ওরা নিহত হিন্তাল বৃক্ষে কখনও বসে না
লাল টিপ ফুলের ঝাড়ে গোরুটি খুব নিঃশব্দ
আমি চেয়ে আছি পূর্বে, ওদিকে দেয়াল ভাঙা, পলেস্তারা

বাগানের উত্তর কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি নারী
এলোচুল, বাঁ হাত রেলিঙে ভর
ঢুকবে কি ঢুকবে না, সেই দ্বিধায় মুখশ্রী অতি কাতর
গভীর নিশ্বাসে তার দুই স্তন ফুলে ওঠে, কানাকানি করে
আমি তাকে এক পলক দেখে ফের চোখ রাখি
ভাঙা দেয়ালের দিকে
আপাতত এই আমার অনন্ত মুহূর্ত...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকেল

বিকেলগুলি হলুদ-রঙা ফুলের মতো যেন
বাড়ি ফেরার পথের পাশে ঝলমলিয়ে ফোটে
এক একদিন ছুটির ঘণ্টা দেরিতে বাজে কেন
বিকেল-ফুলের গন্ধে মন ছটফটিয়ে ওঠে

খেলার মাঠ হাত বাড়িয়ে সবার নাম ডাকে
মেঘেরা খেলে নানান খেলা আকাশ জোড়া মাঠে
হঠাৎ যেন আঁধার আসে পশ্চিমের বাঁকে
নানান রঙ কুড়িয়ে নিয়ে সূর্য যান পাটে

কী নিষ্ঠুর অন্ধকার বাজপাখির মতো
বিকেলটাকে এক নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে যায়
সন্ধে নামে গাছের ফাঁকে পাখিরা একাগত
গলা মিলিয়ে সমস্বরে ঘুমের গান গায়

বিকেল ফুল হলুদ ফুল আজ ঘুমোও তুমি
এখন আমি বাড়িতে ফিরে যাব বইয়ের দেশে
যেখানে আছে পাহাড়, নদী, সাগর, মরুভূমি
আবার যেন দেখি তোমায় কাল ছুটির শেষে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা রাখা না রাখার কবিতা: নানা বয়সে

১

কেউ কথা রাখেনি, কেউ, কাটল অনেক বছর
মৃত বন্ধুরা ভ্রূভঙ্গি করে সন্ধ্যার চৌরাস্তায়
আমি তোমাদের মৃত্যুর কাছে ঋণী

এই লাইনগুলো লিখে একসময় কেটে দিয়েছিলাম
ভেবেছিলাম, এখনও পৃথিবীকে মনে হয় ইশারাময়
হয়তো কাল সকালেই দেখতে পাব
সহস্র অঙ্গীকার পালনের নির্লজ্জতা
এতদিন পর আবার বারবার সেই লাইনগুলো
মনে পড়ছে
আজ সকালে রোদ ওঠার পরও শুয়ে শুয়ে

কখনও শিশুর ওষ্ঠ বুকে বুকে ছোঁয়াবে না
তুমি কথা দিয়েছিলে
কাগজে কলম ছুঁয়ে যদি কিছু মুদ্রাযোগ হয়
চুম্বনের আগে মুখ ধুয়ে আসবে, কানের লতির ঠিক নীচে
অথবা শোবার আগে ঘাড়ের ময়লা থেকে কমপক্ষে ভেসে আসবে
কোলনের জলের সুগন্ধ
দেয়ালে বাঁধানো ওই যে ঘড়ির শব্দের মতো
প্রতিটি শপথ নির্ভুল!

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাথরুমে আয়নার সামনে তবু আমি মধ্যরাত্রে কাকে
হঠাৎ করেছি হত্যা, লোভী নৃপতির মতো ঘুম নয়
আমি শেয়ালের মতো চুপে ছিঁড়েখুঁড়ে
কবরের ভিতরের ঘুম কখনও ভাঙিনি...

২

মোমের শিখার মতো সুন্দর মেয়েরা
শূন্য করে নিয়ে যায় পৃথিবীর সবটুকু আলো
দু'চোখে আলোর ভাষা, সেইসব আলোচোর মেয়েদের চোখে
পূর্ণিমার টলোমলো রূপের জোয়ার
অথচ আশ্চর্য কাণ্ড বটে
সেইসব রূপসীরা পূর্ণ হবে, কোষবদ্ধ ছুরির মতন
যে সমস্ত যুবকের বুকে এসে, হাতে হাত রেখে, চোখ
গন্ধের অন্ধের মতো বিদ্ধ করে কামনার নির্লজ্জ নখরে
নরম নবনী বুক উত্তাপে গলিয়ে দিয়ে
আলো বিকিরণ করে শরীরের রন্ধ্র রন্ধ্র থেকে
সেইসব যুবকের চক্ষে শুধু গাঢ় অন্ধকার
পিচ্ছিল মাছের মতো শুধু তারা ঘুরে ফেরে কলুষ আঁধারে
বাসনায় বন্দি থাকে আদিম গুহায়

যদিও এখন এই দুপুরের খরসান রোদে
হলুদ সর্ষের খেতে কাচপোকা হেসে হেসে ঘুরে ঘুরে শেষে
সঙ্গিনীকে উষ্ণ করে জন্ম দেয় নতুন উষ্ণতা
সাঁওতাল পরগণা কিংবা আরও দূর তরাইয়ের বন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তব্ধ হয়ে ধ্যান করে ঝড়ের আশ্লেষে
সকালের প্রসন্ন আলোয়, মানসের তীর থেকে উড়ে আসে
চকচকে বালিহাঁস, দু'একটি পালক ঝরিয়ে
হাওয়ায় বিস্তৃত করে শীতের আকাশ
বাঙালি রোদ্দুর মেখে, মত্ত কৌতূহলে

তবু ক্লান্তি নাগরিক যুবকের চোখে
বিদ্যুতের মতো সব রমণীরা আসে আর যায়
থাকে শুধু অন্ধকার, বৃষ্টি আর ঝড়
পৃথিবীকে মনে হয় মৃত শিশু জন্ম দেওয়া জননীর মতো
পৃথিবীতে এত ক্লান্তি, তবু ক্লান্তি ভালো
বাতাসের তীক্ষ্ণ শব্দ, রাত্রি, শুধু রাত্রিভরা মোহ...

AMARBOI.COM

৩

ক

বুকের মধ্যে রয়েছে একটি পাখি
সে চায় একটু আলো বা একটু মুক্তির অবকাশ
তুমিই আমার বুকের পাখির স্বচ্ছ নীল আকাশ।

উড়ে ফেরে সেই বাসনার পাখি, তুমি তার নীল শূন্য
তোমারই মধ্যে পায় সে বাঁচার পুণ্য
মুক্ত, স্বাধীন দুই ডানা মেলে আকাশের বিস্তারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ

যতবার আমি ফিরে আসি ততবার জ্বলে উঠি
জন্মের ঋণে মুখোমুখি বসি বিধৃত যৌবনে
দু'হাতে সময় পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে দিই অবহেলে
অরণ্য কাঁপে অন্ধ ঝড়ের তীব্র উচ্চারণে

আমি এক চক্ষুষ্মান, দেখি শুধু দুই চক্ষু ভরে
প্রত্যহের পৃথিবীকে সূর্যমাপা প্রহরে প্রহরে
তুমি আছ সূর্যহীন, অন্ধকার ব্যাপ্ত দিকে দিকে
তোমাকে একান্তে আজ দেখাই আমার পৃথিবীকে
তোমাকে দেখাই তবে জন্মের আদিম আলো, ছায়া...

দুই হাত ভরে আলো দিয়ে অঞ্জলি
চুপে চুপে আছি নিজেকেই শুধু বলি
হে আমার মন, এ দুঃখ ভরা জ্বলন্ত যৌবন
যদি না করিস এগুলি সমর্পণ
এ আকাশ আর সাগরের শান্তিকে
তোমাকে কখনও দিতে আর পারব না...

৪

ফেরাও মায়াবী দৃষ্টি, এক যুবকের হাহাকার!
অথচ কতই সুখী, কত তীক্ষ্ণ রঙা আকাঙ্ক্ষার
উল্লসিত সাজসজ্জা, ভোরের আলোর মতো যুবতীর মুখ

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক জীবনের সব অন্ধকারে প্রকাশ-উন্মুখ
অনেক যুবার ভিড়ে শুধু এই বিশিষ্টের প্রেমে
স্তুতির তুষার স্তূপ ছেড়ে নীচে এসেছে সে নেমে
শান্তির নিভৃত ঘরে, রাত্রির নিবিড় উষ্ণতায়
অধরোষ্ঠে কত সুখ, কত আশা দুই উচ্চ স্তনের চূড়ায়!

আমি কি তোমার যোগ্য! এক রাত্রে বলল নিখিলেশ
এখন সমস্ত মিথ্যে, এখন তো শিশু নই আর
আকাঙ্ক্ষার তীব্র দাহ রক্তে রক্তে জ্বলে দুর্নিবার!
ইংরিজি সোহাগ বাক্য, ভর্ৎসনা ও চুম্বনে নিঃশেষ
করল তাকে অশ্রুমতী, তৃতীয় বোতাম খুলে বুকের গভীরে
বন্দি হল তার মুখ, ঘন অন্ধকার চিরে চিরে
গোপন সাপের মতো নিখিলেশ উদ্ভাব আঙুলে
উন্মাদ সুখের মধ্যে অঙ্গুলিতে মুক্ত হল শেষ অন্তর্বাস
খুঁজল তৃপ্তির ঘুম, খুঁজে পেল নিখিলেশ ক্ষণিক আশ্বাস
শহরতলির রাত্রি ঘন হল, ডেকে উঠল একটি রাতপাখি
দেহের আকার নেই, তবু ইতস্তত ঘোরে কয়েকটি জোনাকি...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমিও জুলিয়েট

মূল রচনা: উইলিয়াম শেক্সপিয়ার

উৎস: 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' শেক্সপিয়রের সবয়েয়ে জনপ্রিয় দুটি ট্র্যাজেডির অন্যতম। অপরটি, 'হ্যামলেট।' এটি লেখা হয়েছিল ১৫৯১-৯৫ সালের মধ্যে। ১৫৯৭ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নতুন বর্গ হিসাবে উপন্যাসের উদ্ভবের আগে ইউরোপে রোমান্সই ছিল মূল সাহিত্যবর্গ। 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'ও ট্র্যাজিক রোমান্স ঘরানার রচনা। এটির মূল ভিত্তি ছিল একটি ইতালীয় কাহিনি। যদিও বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই ধরনের বিয়োগান্তিক প্রেমের কাহিনির প্রচলন ছিল। উদাহরণ হিসেবে, জেনোফনের 'দি ইফেসিয়াকা' ও ওভিদের 'মেটামরফসিস' থেকে নেওয়া 'পিরামাস অ্যান্ড থিসব'-এর উল্লেখ করা যায়। এই কাহিনিটি নিয়ে ১৪৭৬ সালে ইতালিতে প্রথম একটি গ্রন্থ রচনা করেন মাসুচ্চিও সালেরনিতানো। ওই একই বিষয় নিয়ে লুইগি দ্য পোর্তোর বই প্রকাশিত হয় ১৫৫৪ সালে। ইনি অবশ্য গ্রিক জেনোফন এবং বোকাচ্চিওর 'ডেকামেরন' থেকে কিছু উপাদান নিয়েছিলেন। মাত্তিও ব্যান্দেল্লো ১৫৫৪ সালে এই কাহিনির একটি নতুন রূপ দেন, যাকে ফরাসিতে অনুবাদ করে ১৫৫৯ সালে প্রকাশ করেন পিয়ের বোইসতুয়া। এই ফরাসি অনুবাদটি আবার ইংরেজিতে পদ্যে অনুবাদ করেন আর্থার ব্রুক ১৫৬২ সালে। তিনি অবশ্য চসারের 'ট্রয়লার্স অ্যান্ড ক্রেসিডা' থেকে কিছু উপাদান নিয়েছিলেন। ব্রুকের বইটির নাম ছিল 'দি ট্র্যাজিক্যাল হিস্ট্রি অব রোমিয়াস অ্যান্ড জুলিয়েট'। ১৫৮২ সালে এই নাটকটির গদ্যরূপ দেন উইলিয়ম পেইন্টার। তখন এর নামকরণ হয়, 'প্যালেস অব প্লেজার'। শেক্সপিয়র এই দুটি মূল সূত্র থেকে উপাদান নিয়েই নাটকটি রচনা করেছিলেন। যদিও তিনি বেশ কিছু মৌলিক সংযোজনও করেন। এর মধ্যে রয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, মারকুশিও ও প্যারিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তাবনা

দুটি পরিবার সমান ধনী ও মানী
ভেরোনা শহরে, যেখানে ফেঁদেছি এই নাটক,
বহুকাল ধরে ওরা করে হানাহানি
রক্তে নোংরা হাতগুলি, তবু ভদ্রলোক।
নিয়তি বদ্ধ এই দুই শত্রু বংশে
কুগ্রহে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা জন্ম নেয়
যাতনা এবং বারবার ভুল ধ্বংসে
মরণে মেটালো পিতৃকুলের অন্যায়
ভয়াল পথের মরণাঙ্কিত দুজনের ভালোবাসা
আর সেই দুই বাড়ির কুটিল লড়াঝাঁটি
সন্তানদের প্রাণ বিনা যার মেটার ছিল না আশা
দু ঘণ্টা ধরে মঞ্চে দেখাব সেই গাথাটি
দয়া করে যদি শোনেন একটু ধৈর্য ধারণ করে
ভুল-ত্রুটি হলে যত্নে শুধরে নেব নিশ্চয়ই পরে।

AMARBOI.COM

॥ প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য ॥

(স্যাম্পসন ও গ্রেগরির প্রবেশ। তাদের সঙ্গে আছে তলোয়ার আর বাহুর ওপর আঁটা ছোট বর্ম।)

স্যাম্পসন: গ্রেগরি, আমি ভাই বলে দিচ্ছি, আমরা আর মালপত্তর টানাটানির কাজ করব না!

গ্রেগরি: নাঃ! মাল টেনে টেনে আমরা পয়মাল হয়ে যাব।

স্যাম্পসন: ঘেন্না এসে গেল! এবার থেকে লড়ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রেগরি: হু, আর বাঁচতে হলে ফাঁসির দড়ি থেকে গলাটা বাঁচিয়ে রাখিস।

স্যাম্পসন: আমাকে কেউ রাগালেই তরোয়াল বেরিয়ে আসবে।

গ্রেগরি: সেরকম রাগতে তো কখনও দেখলাম না!

স্যাম্পসন: মন্টেগু বাড়ির কোনও কুত্তাকে দেখলেই আমার রাগ তড়বড়িয়ে ওঠে।

গ্রেগরি: তড়বড় করা মানেই তো পালানো। সাহসী লোকরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মানে রেগে গেলেই তুই পালাস।

স্যাম্পসন: ও বাড়ির কোনও কুত্তাকে দেখলে আমি ঠিক দাঁড়াব। মন্টেগুদের কোনও ছেলে বা মেয়ে দেখলেই আমি ঠিক রাস্তার দেয়াল ঘেষে দাঁড়াব।

গ্রেগরি: তার মানে বোঝা যাচ্ছে তুই একটা ভিতুর ডিম। সবচেয়ে দুর্বল যারা, তারাই দেয়ালের দিকে যায়।

স্যাম্পসন: সত্যি বলেছিস। সেইজন্যেই মেয়েরা দুর্বল বলে তাদের দেয়ালে ঠেসে ধরতে হয়। মন্টেগুদের বাড়ির ছেলেগুলোকে আমি দেয়ালের কাছ থেকে হঠিয়ে দিয়ে মেয়েগুলোকে সেখানে চেপে ধরব।

গ্রেগরি: কিন্তু ঝগড়াটা তো বাবুদের মধ্যে। আমরা ওদের চাকর।

স্যাম্পসন: তা হলেই বা। আমি দেখিয়ে দেব, কতটা আমি বেপরোয়া। পুরুষদের সঙ্গে আমি লড়ব আর মেয়েদের সঙ্গে আমি ভদ্র থাকব। ওদের মাথা কেটে দেব!

গ্রেগরি: মেয়েদের মাথা কেটে দিবি?

স্যাম্পসন: তাই, কিংবা যে কাজ করলে মেয়েদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

গ্রেগরি: সেটা ওরা নিজেরাই বুঝবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যাম্পসন: আমি ঠিক মতন দাঁড়াতে পারলে সেটা ওরা ভালোভাবেই বুঝবে। সবাই জানে, আমি কীরকম মাল।

গ্রেগরি: ভাগ্যিস, তুই মাছ নোস। তা হলে ব্যাপারটা করুণ হত খুব। নে, হাতিয়ার নে, মন্টেগুদের বাড়ির একজন আসছে।

(অ্যাব্রাম এবং আর একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

স্যাম্পসন: আমি তরোয়াল খুলেছি। তুই ঝগড়া কর, আমি তোর পেছনে আছি।

গ্রেগরি: তার মানে, তুই পেছনটি ফিরবি আর পালাবি তো?

স্যাম্পসন: আমার জন্য ভয় পাসনি।

গ্রেগরি: আমি ভাই সত্যি তোকে ভয় পাচ্ছি!

স্যাম্পসন: শোন, আমরা যেন আইনি কিছু করব না। ওরা আগে শুরু করুক।

গ্রেগরি: আমি ওদের পাশ দিয়ে ভুরু কোঁচকাব। তারপর ওরা যা খুশি করুক।

স্যাম্পসন: না, দেখি ওদের সাহস। আমি ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে বুড়ো আঙুল চুষব। দেখি সেই অপমান ওরা সহ্য করে কি না!

অ্যাব্রাম: কী হে, তোমরা কি আমাদের দেখিয়ে আঙুল চুষলে নাকি?

স্যাম্পসন: হ্যাঁ, আমি আঙুল চুষেছি।

অ্যাব্রাম: আমাদের দিকে আঙুল চুষেছ!

স্যাম্পসন: (গ্রেগরির দিকে জনান্তিকে) হ্যাঁ বললে কি আমরা ঠিক মতন আইনের দিকে থাকব?

গ্রেগরি: (স্যাম্পসনের দিকে জনান্তিকে) না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যাম্পসন: না হে, আমি তোমার দিকে চেয়ে আঙুল চুষিনি! আমি নিজের মনে আঙুল চুষছি।

গ্রেগরি: তোমরা কি ঝগড়া করতে চাও নাকি?

অ্যাব্রাম: ঝগড়া? মোটেই না।

স্যাম্পসন: যদি চাও তো বলো, আমিও রাজি আছি। আমিও তোমার মালিকের মতনই একজন মালিকের অধীনে কাজ করি।

অ্যাব্রাম: বেশি ভাল নয়।

স্যাম্পসন: এই, ইয়ে

(বেনভোলিওর প্রবেশ)

গ্রেগরি: (স্যাম্পসনের প্রতি জনান্তিকে) বলো না, বেশি ভালো! আমাদের মালিকের একজন আত্মীয় এদিকে আসবেন।

স্যাম্পসন: আমাদের মালিক অনেক বেশি ভালো।

অ্যাব্রাম: বাজে কথা।

স্যাম্পসন: তোরা খারাপ মানুষ হলে লড়ে যা! গ্রেগরি, খুব জোরে মারতে হবে মনে রাখিস।

(ওরা যুদ্ধ শুরু করে)

বেনভোলিও: কী হচ্ছে বোকার দল!
তলোয়ার সরাও!
কী করছ, নিজেরাই জানো না।

(টিবল্ট-এর প্রবেশ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিবল্ট: কী, চাকরদের সঙ্গে লড়তে এসেছ!
এদিকে ফেরো, বেনভোলিও, দেখো তোমাদের মৃত্যু।

বেনভোলিও: আমিও শান্তি রক্ষা করছিলাম। তলোয়ার সরাও কিংবা এসো, আমরা দুজনে মিলে এদের থামাব।

টিবল্ট: কী? তলোয়ার হাতে নিয়ে শান্তির কথা? আমি ঘেন্না করি ওই শব্দটাকে, যেমন ঘেন্না করি নরক, সবক'টা মন্টেগু আর তোকে। এই নে, এই নে, কাপুরুষ!

(ওরা লড়াই শুরু করে। হাতে ডান্ডা নিয়ে তিন-চারজন নাগরিকের প্রবেশ)

নাগরিকরা: ডান্ডা, বর্শা, হাতুড়ি তোলো। মারো! মেরে শেষ করে দাও।
ক্যাপিউলেটসরা ধ্বংস হোক! মন্টেগুরা ধ্বংস হোক!

(জোব্বা পরিহিত বৃদ্ধ ক্যাপিউলেট এবং তাঁর পত্নীর প্রবেশ)

ক্যাপিউলেট: কীসের গোলমাল! আমার লম্বা তলোয়ারটা দাও তো?

লেডি ক্যাপিউলেট: ক্রাচ নাও, ক্রাচ! তলোয়ার চাইছ কেন?

(বৃদ্ধ মন্টেগু এবং তাঁর স্ত্রীর প্রবেশ)

ক্যাপিউলেট: বলছি দাও তলোয়ার! এসেছে মন্টেগু বুড়োটা, কী সাহস, আমার সামনেও হাতিয়ার ঘোরাচ্ছে।

মন্টেগু: ওরে শয়তান ক্যাপিউলেট! আমায় আটকিয়ো না। আমায় যেতে দাও!

লেডি মন্টেগু: না, তুমি এক পাও এগুবে না শত্রুর জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(সহচরবৃন্দ সমেত যুবরাজ এসকালাসের প্রবেশ)

যুবরাজ: বিদ্রোহী প্রজার দল, শান্তির শত্রু এই প্রতিবেশীর রক্তে রাঙানো তলোয়ার এদের হাতে, এরা কথা শুনবে না? এই শোনো, তোমরা মানুষ, না পশু? নিজেদের জঘন্য ক্রোধের আগুন তোমরা নেভাচ্ছ ধমনী থেকে বেরিয়ে আসা রক্তিম ফোয়ারায়! যদি অত্যাচারের ভয় থাকে, ওই রক্তাক্ত হাত থেকে খুঁত লাগা অস্ত্রগুলো ছুঁড়ে ফেলে দাও মাটিতে এবং শোনো তোমাদের ক্রুদ্ধ যুবরাজের আদেশ। বারবার, তিনবার, সামান্য একটা কথার কথায় লড়াই লাগিয়েছ তোমরা, বৃদ্ধ ক্যাপিউলেট এবং মন্টেগু, তিন তিনবার শান্তি নষ্ট করেছ এই রাজপথের এবং বাধ্য করেছ ভেরোনার বৃদ্ধ নাগরিকদের পুরনো সব অস্ত্র ব্যবহার করতে, তোমাদের ঘৃণাকে সরাতে। আর কোনওদিন যদি রাজপথে হাঙ্গামা লাগাও, তবে সেই শান্তিভঙ্গের মূল্য দেবে তোমাদের প্রাণ দিয়ে। এবারের মতো সকলকে সরে যাবার হুকুম দিলাম। এই যে ক্যাপিউলেট, তুমি যাবে আমার সঙ্গে আর মন্টেগু, তুমি বিকেলবেলায় আসবে ফ্রি টাউনের বিচারালয়ে, আমার বাকি আদেশ শুনে যাবে। আবার বলছি, যদি প্রাণের ভয় থাকে, সবাই রাস্তা ছেড়ে দাও।

(মন্টেগু, তাঁর স্ত্রী এবং বেনভোলিও ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মন্টেগু: পুরনো ঝগড়াটা কে উসকে দিল আবার? বেনভোলিও, বলো না, তুমি কি ছিলে সে সময়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনভোলিও: যাচ্ছিলাম এই পথ দিয়েই, দেখি দু বাড়ির চাকররা লড়াই করছে, আমি অস্ত্র তুলে সরাতে গেলুম ওদের, সেই সময় এসে পড়ল দুর্দান্ত টিবল্ট একেবারে লড়ার ভঙ্গিতে।

লেডি মন্টেগু: রোমিও কোথায়? বাঁচা গেছে, সে ছিল না এই ঝগড়ায়।

বেনভোলিও: পূর্ব দিগন্তের সোনালি জানলায় সূর্যদেব প্রথম যখন এসে দাঁড়ান, তারও এক ঘণ্টা আগে আমি আজ বাইরে গিয়েছিলাম, মনটা অস্থির ছিল, কিছু দূরে শহর ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে, সিকামোর কুঞ্জে দেখি অত ভোরে হেঁটে যাচ্ছে রোমিও। আমি এগোলাম ওর দিকে, কিন্তু ও তা টের পেয়ে ঘন জঙ্গলে ঢুকে গেল।

মন্টেগু: প্রায় দিন ভোরে ওকে দেখা যায় চোখে জল নিয়ে ওই দিকে হেঁটে যাচ্ছে। সেই জল ঝরে পড়ে ঘাসের শিশিরের ওপর। ওর দীর্ঘশ্বাসে মেঘে আরও মেঘ বৃদ্ধি হয়। অথচ যখনই দেখি, জগৎ প্রসন্ন করা সূর্য প্রাচ্যের প্রত্যন্ত কোণে ধীরে ধীরে টেনে নেন অরোয়ার শয্যা থেকে ছায়ার বাইরে, তখনই আমার ছেলে আলো থেকে চুপে ঘরে ফিরে, ভারবক্ষে, একা কক্ষে নিজেকে লুকোয়। জানলাগুলি বন্ধ রাখে, আলো বিতাড়িত করে নিজে নিজে সৃষ্টি করে কৃত্রিম রজনী।

বেনভোলিও: কাকা আপনি জানেন কি, কী হয়েছে ওর?

মন্টেগু: আমি তো জানিই না, জিজ্ঞেস করেও জানতে পারি না।

বেনভোলিও: আপনি কি চেষ্টা করেছিলেন ওকে বোঝবার?

মন্টেগু: শুধু আমি একা নয়, অন্য বন্ধুরাও। কিন্তু ও যে নিজেই নিজের প্রবৃত্তির পরামর্শদাতা। জানি না তা সত্য কতখানি। নিজের কাছেই এত গুপ্ত এত ঢেকে রাখা, কিছুই যায় না বোঝা, কিছুতেই যায় না কিছু জানা। যেন কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈর্ষাপরায়ণ কীট কেটে দেয় কুঁড়ি সুগন্ধ পাপড়িদল,
ছিন্নভিন্ন বাতাসেতে ওড়ে অথবা সৌন্দর্য তার সূর্যে
নিবেদিত। যদি জানতাম ওর কীসের বেদনা, আমরা সমস্ত
ভাবে দিতাম সান্ত্বনা।

(রোমিওর প্রবেশ)

বেনভোলিও: ওই দেখুন, সে আসছে। আপনারা আড়ালে চলে যান,
দেখি জানতে পারি কিনা ওর দুঃখ, নইলে খুলবে না ওর
প্রাণ।

মন্টেগু: দ্যাখো, খুশি হতে পারো কি না। নির্ভুল যাচাই করে নাও,
কী ওর আসল দুঃখ। চলো প্রিয়ে, আমরা যাই।

বেনভোলিও: সুপ্রভাত, ভাই।

রোমিও: সে কী, এখনও সকাল?

বেনভোলিও: সবে মাত্র নয় টা বাজল।

রোমিও: দীর্ঘ মনে হয় বটে বিপদের কাল!
যিনি এত চলে গেলেন, তিনি কি আমার পিতৃদেব?

বেনভোলিও: হ্যাঁ। কোন বিপদে শুনি রোমিওর সময় সুদীর্ঘ?

রোমিও: যা থাকলে সংক্ষিপ্ত হয়, তার অভাবে।

বেনভোলিও: প্রেমে পড়া?

রোমিও: প্রেম ছাড়া।

বেনভোলিও: প্রেমের অভাবে?

রোমিও: যাকে আমি ভালোবাসি তার প্রেম ছাড়া।

বেনভোলিও: হায় সেই প্রেম, এত কোমল মধুর
অথচ কত না শক্ত, এক রোখা—তাকেই প্রমাণ করা

রোমিও: হায় সেই প্রেম, যার দৃষ্টি স্বচ্ছ নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও অন্ধের মতো খুঁজে পায় নিজের আলয়।
আমরা কোথায় যাব? একী, এখানে কীসের চিহ্ন?
ফের মারামারি? থাক বলতে হবে না আমি সব জানি
ঘৃণা এত দ্বন্দ্ব আনে, প্রেমে, আরও বেশি
তবে কেন হে লড়াকু প্রেম, হে প্রেমময় ঘৃণা
হে যা কিছু, শূন্যতার থেকে এই জন্ম!
হে গুরুভার হালকা, হে গভীর চপলতা
সুচারু মূর্তির যত সব লক্ষ্য ভ্রষ্ট বিশৃঙ্খলা
সীসের পালক, দীপ্ত ধোঁয়া, শীতল আগুন রুগ্‌ণ স্বাস্থ্য,
জেগে থাকা ঘুম—এসব তো নয়!
আমি যে প্রেমকে জানি, সে বোঝে না এর কোনও-প্রেম।
তুমি হাসছ?

বেনভোলিও: না, বরং কান্না পাচ্ছে।

রোমিও: নরম হৃদয়, কেন কান্না?

বেনভোলিও: তোমার হৃদয়ে এত অত্যাচার দেখে।

রোমিও: প্রেমের তো এই দোষ চিরকাল।
আমার নিজেরই দুঃখে মন আজ ভারী
তার সঙ্গে যদি মেশে তোমার বিপদ
তবে দুঃখেরই বংশবৃদ্ধি। তোমার এ সমবেদনা
আরও বেশি দুঃখ এসে আমাকে জড়ায়।
ভালোবাসা যেন ধোঁয়া, তৈরি করে দীর্ঘশ্বাস শিখা
শুষ্ক হলে অগ্নি জ্বলে ওঠে প্রেমিকের চক্ষু কনীনিকা
আর যদি চাপা দাও, চোখের জলের পারাবার
এ ছাড়া আর কী বলো? অত্যন্ত গোপন পাগলামি
দম-আটকানো তিক্ত স্বাদ এবং সঞ্চিত সুধা
বিদায়, এখন চলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনভোলিও: দাঁড়াও আমিও সঙ্গে যাব
হঠাৎ আমাকে ছেড়ে গেলে খুবই অন্যায় হবে
রোমিও: আহা! আমি নিজেকেই ছেড়ে গেছি! আমি তো
এখানে নেই
এ লোকটা রোমিও নয়! সে কোথায়? অন্য কোনখানে।
বেনভোলিও: যতই দুঃখ হোক, বলো না বেসেছ কাকে ভালো।
রোমিও: দুঃখে কাৎরাবো আর বলব তোমাকে?
বেনভোলিও: না হয় কাৎরিয়ো না
শুধু দুঃখ নিয়ে বলো
রোমিও: অসুস্থ রোগীকে বলো শেষ বার্তা যেন সে জানায়
জোর করে কথা বলা, সে কথা মানায়;
তবু বলছি ভাই ভালোবাসি একটি নারীকে
বেনভোলিও: সেটুকু আন্দাজ করা শক্ত নয়, প্রায় তা পেরেছি
রোমিও: তবে তো সুদক্ষ আন্দাজ তুমি: মেয়েটি সুন্দরী
বেনভোলিও: সুন্দরীকে লক্ষ্য ভেদে দেরি কেন আর?
রোমিও: এবারে যমকালে কিন্তু। পারেনি সে মেয়েটিকে ছুঁতে
এমনকি কিউপিডের তীর! ডায়নার মতো তার বুদ্ধি
সতীত্বের বর্ম দিয়ে ঘেরা!
হায়! এমন সৌন্দর্যখানি অথচ কি ভুল
মৃত্যু এসে একদিন ওই রূপ করবে নির্মূল।
বেনভোলিও: প্রতিজ্ঞা করেছে নাকি চিরকুমারীই থেকে যাবে?
রোমিও: তাই তো বলেছে। সেই সঙ্গে বিপুল সৌন্দর্য ধ্বংস পাবে।
ভালো সে বাসবে না জানি, ভালো বাসবে না
যেন বেঁচে আছি, কেন মৃত্যুর যন্ত্রণা।
বেনভোলিও: এবারে আমার কথা শোনো, ভুলে যাও ওর কথা
রোমিও: শেখাও, শিখিয়ে দাও, কী করে ভুলতে পারি ভাবনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনভোলিও: চোখ দুটোকে দাও না স্বাধীন করে
দেখুক না অন্য আরও সুন্দরীদের!

রোমিও: যে হঠাৎ অন্ধ হয়েছে, সে কি ভুলতে পারে
ওই চক্ষু দুটি দিয়ে কী অপূর্ব রূপ দেখেছিল।
দেখাও তো আর একটি মেয়ে, যার রূপ ওর চেয়ে বেশি?
চললাম! তুমি কিন্তু শেখাতে পারোনি।
কী করে যে ভোলা যায়!

বেনভোলিও: শিখিয়ে ছাড়ব! নইলে ঋণ থেকে যাবে

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ক্যাপিউলেট জমিদার তনয় প্যারিস ও ভৃত্যরূপী ভাঁড়ের প্রবেশ)

ক্যাপিউলেট: কিন্তু মন্টেগুরও দায় আমার সমান
নইলে সমান শাস্তি—দু'জনেই সমান বুড়িয়ে
গেছি, আজ আর শান্তি রক্ষা করা এমন শক্ত কী!

প্যারিস: দুজনেই আপনারা সমান রকম মানী গুণী
অত্যন্ত দুঃখের কথা তবু ঝগড়ায় কাটালেন
এতকাল। যাই হোক, আমার প্রার্থনা কি মঞ্জুর?

ক্যাপিউলেট: আগে যা বলেছি তাই আবার জানাই
আমার মেয়েটি এই পৃথিবীতে নেহাৎ নতুন
বয়েসে কী আর বলো, চৌদ্দ পার হয়নি
বরে বলি কি আরও দুটি গ্রীষ্ম যাক অবকাশে
তারপর ভেবে দেখব হল কিনা বিবাহযোগ্য সে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্যারিস: অনেক মেয়েই মা হয় এই বয়েসে

ক্যাপিউলেট: আর তাতেই তাদের জীবনটা মাটি হয়।
দেখো, আমার অনেক ছেলে মেয়েই গেছে মাটির তলায়
ওই একটিই বেঁচে আছে। আমার নয়নের মণি
তোমায় শোনো বলি প্যারিস, ওর সঙ্গে
একটু ভাবসাব করো,
ওর মনটা জয় করে নাও, ও যাকে পছন্দ করবে, আমি
তাকেই যে মেনে নেব, মন খুলে আশীর্বাদ করব।
আজ রাত্রে আমার বাড়িতে আমি একটা মজলিশ বসাচ্ছি
খাওয়া দাওয়া হবে, আসবে গণ্যমান্য অতিথিরা, যাদের
আমি পছন্দ করি, তুমিও তাদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন।
আমার মতন গরিবের বাড়িতে আজ চাঁদের হাট বসবে—
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শীতকালটা যায়, তারপর আসে সুসজ্জিত
বসন্ত—সেই সময় যুবকরা যা পছন্দ করে সেই রকম
থাকবে ফুলের কুঁড়ির মতন মেয়েরা, আজ রাত্তিরে এসো,
চোখ ভরে দ্যাখো,
তারপর যাকে বেশি পছন্দ হবে, বেছে নাও
এখন এসো আমার সঙ্গে

(ভৃত্যের প্রতি)

যাও তো, সারা ভেরোনা শহর ঘুরে, যাদের নাম লেখা
থাকে এই কাগজে, তাঁদের বলে এসো, আজ রাত্রে
আমার বাড়িতে যেন পায়ের ধুলো দেন

(ক্যাপিউলেট ও প্যারিসের প্রস্থান)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভৃত্য: যাঃ বাবা! যাদের নাম লেখা আছে, তাদের খুঁজে বার করতে হবে! লেখা আছে নাকি, মুচি নাড়াচাড়া করবে গজ ফিতে আর দর্জি নেবে পেরেক! জেলে নেবে রং তুলি আর পোটো নেবে জাল! মহা জ্বালা! যাদের নাম লেখা আছে কাগজে, তাদের নেমন্তন্ন করতে হবে! আমি কি ছাই পড়তে জানি! দেখি এখন পড়ুয়া কোথায় পাই! ওই বুঝি আসছেন

(বেনভোলিও এবং রোমিওর প্রবেশ)

বেনভোলিও: একটা আগুনে নিভে যায় ঠিক আরেক আগুন
একটা দুঃখে চাপা পড়ে যায় আরেক দুঃখ
মাথা ঘুরলেই অমনি থেকেনে ঘুরে তাকাও হে
একটি শোকের অনল নেভাও আর একটি শোকে
দুচোখে আবার লাগুক তোমার নতুন অসুখ
বিষ ঝেড়ে যাবে, ভুলে যাবে সেই আগেকার মুখ

রোমিও: ঘাস খেঁতো করে লাগাও! তাতেই সারবে?

বেনভোলিও: অ্যাঁ? কী বললে?

রোমিও: যদি তোমার হাঁটু ভেঙে থাকে

বেনভোলিও: কী বলছ রোমিও? পাগল হলে নাকি?

রোমিও: না, পাগল নয়, তার চেয়েও বেশি
জেলখানায় বন্দি, শৃঙ্খলিত, খেতে দেয় না
চাবুক মারে, অত্যাচার করে, আঃ

ভৃত্য: নমস্কার হুজুর! আপনি কি পড়তে পারেন?

রোমিও: আমার দুঃখের ললাটলিপি পড়তে পারি বটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভৃত্য: সে তো লেখাপড়া না শিখেও বলা যায়। জিজ্ঞেস করছিলুম, চোখের সামনে কিছু দেখলে তা পড়তে পারেন?

রোমিও: সে তো, বর্ণ পরিচয় যে জানে সেই...

ভৃত্য: অ! সে কথা আগে বললেই হত! চলি—

রোমিও: আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি লেখাপড়া জানি

(কাগজটি দেখে সে পড়ে)

মাননীয় মার্তিসে আর তাঁর গিন্নি ও মেয়েরা;
জমিদার আনসেলফ আর তাঁর সুন্দরী বোনেরা;
উক্রভিও'র বিধবা পত্নী; মাননীয় প্লাসেনসিও
এবং তাঁর রূপসী ভাগ্নীরা; ভারকিউসিও আর
তার ভাই ভ্যালেনটিন; আমার খুড়ো মহাশয় ক্যাপিউলেট,
তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েরা, আমার ভাগনী সুন্দরীতমা
রোজেলাইন; আর লিভিয়া; মাননীয় ভ্যালেনসিও
এবং তাঁর সম্পর্কের ভাই টিবল্ট;
লুসিও আর ফুটফুটে হেলেনা

এ যে রূপের হাট! এরা কোথায় আসবেন?

ভৃত্য: ওইখানে

রোমিও: কোথায়? রাত্তিরের খাওয়া?

ভৃত্য: আমাদের বাড়িতে

রোমিও: কার বাড়ি?

ভৃত্য: আমাদের কর্তার

রোমিও: ওইটাই আমার আগে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল

ভৃত্য: আপনি শুধোবার আগেই বলছি। আমার মনিব হচ্ছেন বিরাট বড়লোক ক্যাপিউলেট। আপনি যদি মন্টেগু বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ না হন, চলে আসবেন সন্ধের দিকে, এক পাত্তর টেনে যাবেন। চলি—

(ভৃত্যের প্রস্থান)

বেনভোলিও: ক্যাপিউলেটদের এই নামকরা নেমন্তন্নে
আসছে রোজেলাইন, তোমার প্রিয়তমা
সেই সঙ্গে আসছে, ভেরোনার যাবৎ সুন্দরীরা
যাও না ঘুরে এসো, দু চোখ খোলা রেখো
মেলাও ওর মুখ, হরেক রূপসীরা থাকবে দেখে নিও
এবার বুঝে নিও, তোমার রাজহাঁস আসলে দাঁড় কাক।

রোমিও: আমার প্রেয়সীর চেয়েও সুন্দরী? স্বয়ং সূর্যও
দেখেনি কোনোদিন এমন দ্বিতীয়টি, সৃষ্টিকাল ধরে

বেনভোলিও: তুমি তো বাপু দু চোখে শুধু দেখেছ ওই একজনকেই
সুতরাং শুধু ওর সঙ্গেই ওর তুলনা
যদি অন্যদের সঙ্গে

রোমিও: তবুও গর্ব আমি, রূপের খোঁজে নয়
আমারই প্রেয়সীর রূপের আলো নিতে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(লেডি ক্যাপিউলেট ও ধাত্রীর প্রবেশ)

লেডি ক্যাপিউলেট: আমার মেয়ে কোথায়? ডাকো তো একবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাত্রী: সেদিন কি আর আছে যে আমার কথা শুনবে?
এই শোনো! মা মণি! রাজকন্যে? কোথায়
গেলে? মেয়েটার কিছু হয়নি তো? জুলিয়েট!

(জুলিয়েটের প্রবেশ)

জুলিয়েট: কী হল? কে ডাকছে?
ধাত্রী: তোমার মা।
জুলিয়েট: মা, এই তো আমি, কী বলছ?
লেডি ক্যাপিউলেট: শোনো একটা কথা আছে ধাত্রী, একটু বাইরে
যাও তো—
কথাটা গোপন, ও শোনো, শোনো, ধাত্রী,
যেতে হবে না— তুমিও এসো।
মনে পড়ল, তোমারও পরামর্শ চাই।
তুমি জানো, মেয়ে আমার বেশ ডাগরটি হয়েছে
ধাত্রী: আমি ঘণ্টা মিনিট ধরে ওর বয়স বলে দিতে পারি।
লেডি ক্যাপিউলেট: এখনও চোদ্দো হয়নি
ধাত্রী: সে আর জানি না?
লামাল উৎসবের আর কতদিন বাকি?
লেডি ক্যাপিউলেট: এক পক্ষকালের কিছু বেশি।
ধাত্রী: ওই সময়, উৎসবের ঠিক আগের দিনটিতে
মেয়ে আপনার চোদ্দোয় পা দেবে।
ও আর সুজান—ঈশ্বর খ্রিস্টানদের আত্মার শান্তি দিন—
ওরা ঠিক সমবয়সী—সুজান এখন ঈশ্বরের পাদপদ্মে
আমার ভাগ্যে সইল না। যাক যা বলছিলাম
লামাল উৎসবে ওর চোদ্দো বছর হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই যে বার ভূমিকম্প হল, ঠিক এগারো বছর
আগের কথা—রোদ পোয়াচ্ছিলাম পায়রার ঘরের
দেয়ালে হেলান দিয়ে—কর্তা আর আপনি তখন
ম্যানতুয়া শহরে—আমার সব মনে থাকে, এগারো
বছর আগেকার কথা, মেয়ে তখন দৌড়োদৌড়ি
করতে শিখেছে, আগের দিনই তো আছাড় খেয়ে
কপালে চোট লাগিয়ে ছিল—
আমার স্বামী—ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি দিন—খুবই
আমুদে মানুষটি ছিলেন, ওকে কোলে তুলে নিয়ে
বললেন, আহারে, পড়ে গেলে মুখ থুবড়ে?
যখন বুদ্ধি পাকবে তখন চিৎ হয়ে পড়তে শিখবে
তাই না জুলি? ওঃ মাগো মা, কী মজার কথা
মেয়েটা কী উত্তর দিয়েছিল জানেন? কান্না থামিয়ে
বলেছিল, হ্যাঁ। সেই ঠাট্টা আজ হল সত্যি!
হাজার বছর বাঁচলেও সে দিনটি ভুলব না?
উনি বললেন, তাই না জুল? আর এই
মিষ্টি খোকা মেয়েটা
বলল, হ্যাঁ।

লেডি ক্যাপিউলেট: অনেক হয়েছে, এবার থামো তো!

ধাত্রী: হ্যাঁ মা! কিন্তু কথাটা মনে পড়লেই হাসি পায়
কান্না থামিয়ে মেয়েটা বলেছিল, হ্যাঁ

জুলিয়েট: এবার তোমার কান্নাটা থামাও!

ধাত্রী: এই থামালুম! ভগবান ধন্য করুন তোমায়
যে কজনকে মানুষ করলুম, তোমার মতন এমন সুন্দরটি
আর দেখিনি মা! এখন আর কিছুদিন বেঁচে বর্তে থেকে
তোমার বিয়েটা দেখে যেতে পারলেই হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেডি ক্যাপিউলেট: বিয়ে! সেই ওর বিয়ের কথাই তো আজ
বলতে এসেছি। জুলিয়েট, বল দেখি
বিয়ে সম্বন্ধে তোর মত কী?

জুলিয়েট: এমন সম্মান আমি স্বপ্নেও ভাবি না—

ধাত্রী: সম্মান! তোমার আমি এক মাত্র ধাত্রী না হলে
বলতাম বুকের দুধ টেনে পেয়েছ সঠিক জ্ঞান

লেডি ক্যাপিউলেট: এবার বিয়ের কথা ভাবো। ভেরোনা শহরে
তোর চেয়ে বয়েসে কম অভিজাত পুর রমণীরা
এরই মধ্যে মা হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে
আমার এ বয়েসেই তুই জন্মেছিলি।
এবার সংক্ষেপে বলি, মহাযোদ্ধা প্যারিস চাইছেন
তোর ভালোবাসা

ধাত্রী: সুযোগ্য পুরুষ বটে, বলবে মা! এমন পুরুষ
যে সারা দুনিয়াটা—আহা, যেন মোম দিয়ে গড়া

লেডি ক্যাপিউলেট: ভেরোনার বসন্তেও ফোটে না এমন একটি ফুল—
তা হলে কী তোর মত? পছন্দ তো?
আজ রাত্রে ভোজ সভায় দেখতে পাবি তাকে
রূপের কলম দিয়ে আনন্দের ইতিহাস
লেখা আছে যুবকটির মুখের পাতায়
ভালো করে দেখে শুনে পছন্দ করে নে

জুলিয়েট: দেখব নিশ্চয়ই যদি শুধু দেখাতেই ভালো লাগে
তবে এই চক্ষু দুটি তত দূর গভীরে যাবে না
তোমার সম্মতি ছাড়া দৃষ্টি বেশি পাখা মেলবে না

(পরিচারকের প্রবেশ)

পরিচারক: গিন্নিমা, অতিথিরা সব এসেছেন, খাবার দেওয়া
হয়ে গেছে, আপনার খোঁজ হচ্ছে, দিদিমণিকেও ডাকাডাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হচ্ছে, ধাত্রীর দরকার পড়েছে রান্না ঘরে,
আমার মনে হয় আপনাদের এক্ষুনি আসা উচিত

লেডি ক্যাপিউলেট: চলো যাচ্ছি। আয় জুলিয়েট...

ধাত্রী: যাও মামণি! সুখের দিনের থেকে খুঁজে নাও সুখময় রাত!

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(ক্যাপিউলেট, তাঁর পত্নী, জুলিয়েট, টিবল্ট, অন্যান্য অতিথি,
নারীবৃন্দ ও মুখোশধারীদের প্রবেশ)

ক্যাপিউলেট: স্বাগতম, ভদ্রমণ্ডলী! আসুন শুরু করুন নাচ
যেসব মেয়েদের পায়ে ফোস্কা পড়েনি, তাদের সঙ্গে
কী বলো মেয়েরা? আর কেউ বলবে না নাচব না;
তা হলেই বুঝে নেব ঠিক পায়ে ফোস্কা হয়েছে!
কি ঠিক বোঝাতে পেরেছি তো?
স্বাগতম ভদ্রমণ্ডলী! এক কালে আমারও দিন ছিল
এ রকম মুখোশ পরে নেচেছি আমিও, রূপসী নারীর
কানে কানে ফিস ফিসিয়ে শুনিয়েছি অনেক
খুশিতে মাতানো গল্প।
সেদিন আর নেই, আর নেই, আর নেই।
আপনারা আসুন ভদ্রমণ্ডলী! এই, বাজনা শুরু করো!

(বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচ শুরু হয়)

জায়গা করে দাও। জায়গা! মেয়েরা আরও ছড়িয়ে এসো
হারামজাদারা, আরও আলো দে না। টেবিলগুলো সরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুন নিভিয়ে দে, ঘরটা বড্ড গরম হয়ে গেছে—
নতুন অতিথিরা
বেশ ভালোই নাচছেন তো! ওহে ভাগনে মনে পড়ে
একদিন তুমি আর আমিও কত নাচ নেচেছি!
সে কতদিন আগে!

ভাগ্নে: প্রায় তিরিশ বছর!

ক্যাপিউলেট: কী বললে? এতদিন? এতদিন, না, না...

রোমিও: (পরিচারকের প্রতি) ওই রমণীটি কে? যিনি ওই রাজপুরুষের
হাত দুটি ধন্য করেছেন?

পরিচারক: কে জানে মশাই!

রোমিও: ওই নারী মশালের আলোকেও উজ্জ্বল করেছে
নিগ্রো রমণীর কাছে দুতিমান রত্নসম যেন
রাত্রির কপোলে ওর অধিষ্ঠান
কী মহার্ঘ ওই রূপ, পৃথিবীও ওর যোগ্য নয়!
অনেক মেয়ের মধ্যে ওই নারী যেন
কাকের দলের মধ্যে শুভ্র পারাবত।
যতক্ষণ নাচ হয়—আমি দূর থেকে তাকে দেখি
তারপর তাকে ছুঁয়ে পাপ মুক্ত হবে এই দুটি রুক্ষ হাত
আমার হৃদয় কাকে ভালোবাসে? ভুলে যাও পূর্বের শপথ
প্রকৃত সুন্দরী আমি প্রথম দেখেছি আজ রাতে।

টিবল্ট: গলার আওয়াজটা চেনা চেনা, নিশ্চয়ই কোনও মন্টেগু
কে আছিস, নিয়ে আয় তলোয়ার! কী সাহস চাকরটার
মুখোশে মুখ ঢেকে এখানে ঢুকে পড়েছে
ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে চায় আমাদের উৎসবকে!
ওকে যদি খুন করি কোনও পাপ হবে না আমার
বংশের সম্মান রাখতে এ আমার পুণ্য অধিকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপিউলেট: কী হল, টিবল্ট, এত তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছ কোথায়?

টিবল্ট: কাকা, ওই একটা মন্টেগু, আমাদের চিরশত্রু
অতিবদমাইশ, নিশ্চয়ই এসেছে কুমতলবে
এই সুন্দর উৎসবটি নষ্ট করতে—

ক্যাপিউলেট: কে ও? রোমিও না—

টিবল্ট: ঠিক বলেছেন, সেই শয়তান রোমিও।

ক্যাপিউলেট: শান্ত হও, ওকে কিছু বলতে হবে না
দেখলে তো মনে হয় বেশ শান্ত ও ভদ্র ছেলেটি
সত্যি কথা বলতে কী, ভেরোনায় সকলেই ওকে
সৎ ও সুসংযত বলে খুব প্রশংসাই করে
আমার বাড়িতে ওর কোনও অপমান হতে দিতেই পারি না
ধৈর্য ধরে থাকো, মুছে ফেলো কুটিল ভ্রূকুটি

টিবল্ট: এ রকম শয়তান অতিথি এলে ভ্রূকুটিই মানায়
আমি ওকে সহ্য করব না।

ক্যাপিউলেট: সহ্য করতেই হবে। আমি বলছি!
কী স্পর্ধা তোমার! আমি বলছি তুমি যাও!
এ বাড়ির মালিক কে? আমি না তুমি? যাও!
তুমি অতিথিদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধাতে চাও!

টিবল্ট: কী বলছ কাকা? এত বড় কলঙ্ক!

ক্যাপিউলেট: যাও, বলছি তুমি যাও। বড় অবাধ্য হয়েছ তাই না?

টিবল্ট: রাগ চেপে রাখা হচ্ছে জোর করে টেনে আনা ধৈর্য দিয়ে
এই দুই বিপরীত অনুভূতিতে কাঁপছে আমার শরীর
ঠিক আছে, এখন যাচ্ছি! কিন্তু এই অনধিকার প্রবেশ
এখন সুমিষ্ট হলেও একদিন পাবে এর বিষময় ফল!

(টিবল্ট-এর প্রস্থান)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমিও: আমার অযোগ্য এই হাত যদি অপবিত্র করে
পবিত্র বেদীকে, তবে সেই এক লঘু পাপ।
আমার অধর, ওষ্ঠ, দুই তীর্থ প্রস্তুত রয়েছে
সে কর্কশ স্পর্শ মুছে দিতে—শুধু এক নরম চুম্বনে

জুলিয়েট: সাধু তীর্থ যাত্রী, কেন অপবাদ দিচ্ছ ও দুটি হাতের
ওরা তো রয়েছে মগ্ন শিষ্ট প্রার্থনায়
দেবীদের হাত থাকে, যাত্রীরা যার স্পর্শ চায়
হাতের ওপরে হাত রাখাই তো ভক্তের চুম্বন।

রোমিও: দেবীদের কি ওষ্ঠও থাকে না? এবং ভক্তেরও?

জুলিয়েট: আছে ওষ্ঠ, কিন্তু তারা প্রার্থনা নিরত—

রোমিও: তবে, হে বাঞ্ছিতা দেবী, হাতের বদলে দাও ওষ্ঠে অধিকার
তাদের প্রার্থনা শোনো, নইলে বিশ্বাস ভেঙে
নৈরাশ্য আঁধার

জুলিয়েট: দেবীরা নড়ে না কিন্তু! প্রার্থনা পূরণ করে যদিও কখনও

রোমিও: তা হলে নড়ো না! আমি নিয়ে নিই প্রার্থনার ফল

(সে চুম্বন করে জুলিয়েটকে)

তোমার ওষ্ঠের স্পর্শে মুছে গেল আমার মুখের সব পাপ

জুলিয়েট: তা হলে কি সেই পাপ চলে এল আমার অধরে?

রোমিও: আমার অধর থেকে পাপ? এ অনুপ্রবেশ তবে
কী মধুর! তা হলে ফিরিয়ে দাও আমার জিনিস

(রোমিও আবার চুম্বন করল)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলিয়েট: তোমার চুম্বন যেন বই পড়ে শেখা!

ধাত্রী: দিদিমণি, মা তোমাকে ডাকছেন একবার

রোমিও: ওর মা কে?

ধাত্রী: জানো না? তা হলে শুনে খুব সুখী হবে
ওর মা-ই এ বাড়ির কর্ত্রী। যেমন স্বভাব ভালো
সে রকম সতী সাধ্বী; বুদ্ধিও প্রচুর।
ওর যে মেয়ের সঙ্গে তুমি কথা বললে, তাকে তো
মানুষ করেছি আমিই। শোনো একটা খাঁটি কথা বলি
যে ছেলে কাড়বে ওর মন, সে আসলে জয় করে নেবে
অতুল সম্পদ।

রোমিও: ও বুঝি ক্যাপিউলেট?
হা নিয়তি! আজ থেকে এ জীবন শত্রুর হাতের ক্রীড়ানক!

বেনভোলিও: চলে এসো! এখনই খেলা থেকে কেটে পড়ার সময়

রোমিও: ঠিক বলেছ। আমার ছটফটানিও বাড়ছে

ক্যাপিউলেট: না, ভদ্রমহোদয়রা, এক্ষুনি যাবেন না
আমাদের সামান্য কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে

(একজন কানে কানে কী যেন বলল)

আঁ, কী বলল, ওর খাওয়া হয়ে গেছে? ও,
তা হলে সকলকে
জানাই ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ভদ্রমণ্ডলী! শুভরাত্রি
এদিকে আরও মশাল আনো! ঠিক আছে, আমি
তা হলে শুতে যাই!

(জুলিয়েট ও ধাত্রী ছাড়া সকলের প্রস্থান)

জুলিয়েট: ধাত্রী, শোনো! ওই ভদ্রলোকটি কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাত্রী: উনি? ও তো তাইবেরিওর ছেলে

জুলিয়েট: আর যিনি দরজা দিয়ে এক্ষুনি বেরুলেন?

ধাত্রী: ও... মনে হল পেত্রুশিও

জুলিয়েট: তাঁর পেছনে? যিনি একবারও নাচেননি

ধাত্রী: জানি না তো!

জুলিয়েট: যাও, জেনে এসো। যদি হন বিবাহিত
আমার বাসর শয্যা তবে হবে আমার কবরে।

ধাত্রী: ওর নাম রোমিও, একজন মন্টেগু
তোমাদের প্রধান শত্রুর একমাত্র ছেলে।

জুলিয়েট: কাকে ভালোবাসলাম! যার জন্য ছিল শুধু ঘৃণা
প্রথম যখন দেখি, তখন চিনি না।
ভালোবাসতে হল কিনা পরম শত্রুকে!

ধাত্রী: কী বলছ? কী বলছ?

জুলিয়েট: কিছু না, স্বপ্নে শেখা কবিতার কলি
একটু আগে নাচার সময়ে শিখলাম

(বাইরে থেকে কেউ জুলিয়েটকে ডাকল)

ধাত্রী: আসছি, আসছি।
চলো, অতিথিরা আর কেউ নেই!

(প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অঙ্ক: তৃতীয় দৃশ্য

(পাদ্রী লরেনসের প্রবেশ)

লরেনস: এই উঠলেন সূর্য, প্রজ্জ্বলন্ত এক চক্ষু মেলে
উৎফুল্ল হবে দিন। মুছে যাবে রাত্রির শিশির
ভরে নিতে হবে এই বেতের সাজিটি
নানান রকম ফুলে, আর কিছু ওষুধ শিকড়
মা পৃথিবী কত কী যে তাঁর গর্ভে ধারণ করেন...

(রোমিওর প্রবেশ)

AMARBOI.COM

রোমিও: সুপ্রভাত, গুরুদেব।
লরেনস: জয় হোক!
এমন সুমিষ্ট কণ্ঠে এত ভোরে কে আমাকে ডাকে?
কী ব্যাপার বাছা? এত ভোরে শয্যা ত্যাগ করে এলে
মাথায় গোলমাল কিছু দেখা দিল নাকি?
বুড়োদের ঘুম নেই, রাজ্যের দুশ্চিন্তা থাকে মাথার ভেতরে
যৌবনের দায় নেই, চোখ বুজলেই আসে ঘুম
সুতরাং তুমি বাপু এত ভোরে উঠে যে এসেছ
নিশ্চয়ই কোথাও কোনও বড় গণ্ডগোল ঘটে গেছে।
অথবা এমনও হতে পারে, এবারেই সঠিক ধরেছি।
কালকে রোমিও সারা রাত বিছানার ধারে কাছেই যায়নি।
রোমিও: শেষ কথাই ঠিক। রাত কাটিয়েছি আরও মধুর আরামে
লরেনস: ভগবান ক্ষমা করবেন! রোজেলাইন ছিল বুঝি বিছানায়?
রোমিও: কী বললেন, রোজেলাইন? না, না, গুরুদেব, ওই নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভুলে গেছি, আর কোনও দিন শুনতেও চাই না।

লরেনস: বাঃ বাঃ। ভালো ছেলে! তবে ভালো ছিলে কোনখানে?

রোমিও: বলছি শুনুন, কাল রাতে আমি শত্রুর প্রাসাদে
চুপি চুপি ঢুকে পড়ে নেমন্তন্ন পর্যন্ত খেয়েছি
সেখানে হঠাৎ শুধু একজন আমাকে জখম করে দিল
তাকেও জখম আমি করেছি নিশ্চয়ই। এখন আপনার
হাতে চিকিৎসার ভার। আপনি পবিত্র হাতে দুই আহতকে
সেবা ও সাহায্য করে বাঁচিয়ে তুলুন।
আরও বলি, গুরুদেব
শত্রুর উপর আর আমার একটুও ঘৃণা নেই।

লরেনস: বড়ই ধোঁয়াটে লাগল! সোজা করে বলো দেখি বাছা
ধোঁয়াটে কথার হয় আরও বেশি ধোঁয়াটে উত্তর।

রোমিও: সোজাসুজি বলি তবে, আমি খুব ভালোবাসি যাকে
সে কে তা জানেন? ধনী ক্যাপিউলেট বংশের
একটি মেয়ে
সে আমায় চায়, আমি তাকে চাই এই হৃদয়ে, সংসারে
এইবার সব বুঝে আপনি নিন মিলনের ভার
কোনখানে বিয়ে হবে, কখন, কীভাবে বলে দিন!
আমরা দুজনে বহুক্ষণ নিভৃতে ছিলাম, বহু শপথ করেছি
সবই বলব আপনাকে যেতে যেতে, শুধু এইটুকু অনুরোধ
আজই আপনি আমাদের বেঁধে দিন বিবাহ বন্ধনে।

লরেনস: এ কী সাংঘাতিক কথা। এত দ্রুত হৃদয় বদল!
রোজেলাইন, সে যে ছিল তোমার দু'নয়নের মণি!
তুমি তাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?
হায়, তরুণ যুবার প্রেম তবে
হৃদয়ে থাকে না বুঝি, প্রেম শুধু চোখের দেখায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই মেয়েটির জন্য কেঁদেছিলে, কত দীর্ঘশ্বাস
সেই দীর্ঘশ্বাস এখনও বাতাসে বুঝি ভাসে
এখনও আমার কানে বাজে সেই কান্নার ফোঁপানি
এখনও তোমার গালে বুঝি একটু লেগে আছে
সেদিনের অশ্রু
কত দুঃখ পেয়েছিলে রোজেলাইন নামে সেই
মেয়েটির জন্য
সবকিছু বদলে গেল? এর মধ্যে?
তা হলে স্বীকার করো তুমি
এমন চপল যদি হয় পুরুষেরা, নারীরা তবে কেন
অসতী হবে না?

রোমিও: রোজেলাইনকে ভালোবাসতুম বলে আপনি
আমাকে বকতেন

লরেনস: সে তোমার পাগলামির জন্য, প্রেমের জন্য নয়

রোমিও: বলেছিলেন আমার প্রেমকে বিসর্জন দিতে

লরেনস: উন্মাদনা বিসর্জন দিতে বলেছিলুম ভালোভাবে প্রেমকে
পাবার জন্য

রোমিও: আমাকে আর বকবেন না, এবারে আমি সত্যিকারের
ভালোবেসেছি, প্রেমের বদলে প্রেম, দুজনে চাই দুজনকে
রোজেলাইন তো আমাকে চায়নি

লরেনস: সে ঠিকই বুঝেছিল তোমার প্রেম শুধু মুখস্থ কথা
ঠিকমতো বানান জানো না
যাই হোক, হে চপলমতি যুবা, এখন চলো আমার সঙ্গে
এক হিসেবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি
কারণ তোমাদের এই মিলনের একটা শুভ দিক আছে
দুই পরিবারের মধ্যে এনে দেবে শান্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমিও: চলুন, চলুন, আমি আর দেরি করতে পারছি না।

লরেনস: ধীরে, ভেবেচিন্তে। যে হুড়োহুড়ি করে সে হোঁচট খায়।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(বেনভোলিও এবং মারকুশিওর প্রবেশ)

মারকুশিও: রোমিওটা কোথায় গেল? কাল রাতেও বাড়ি ফেরেনি?

বেনভোলিও: ওর নিজের বাড়িতে অন্তত ফেরেনি। ওর চাকরের
কাছে খবর নিয়েছি।

মারকুশিও: সেই কঠিন-হৃদয় ফ্যাকাসে মেয়েটা, ওই যে রোজেলাইন
সেই জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে ছেলেটাকে পাগল করে ছাড়বে!

বেনভোলিও: বৃদ্ধ ক্যাপিউলেটের আত্মীয় যে টিবল্ট সে একটা
চিঠি পাঠিয়েছে রোমিওর বাবার কাছে

মারকুশিও: বাজি ফেলে বলতে পারি, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চায়!

বেনভোলিও: রোমিও ঠিক উত্তর দিতে যাবে

মারকুশিও: লেখাপড়া জানলেই চিঠির জবাব দেওয়া যায়

বেনভোলিও: না, সে মুখের ওপর যোগ্য জবাব দেবে
কোন সাহসে ওই লোকটা এমন দ্বন্দ্ব চায়!

মারকুশিও: হায়, বেচারা রোমিও, সে তো মরেই গেছে।
তাকে বিঁধেছে এক ফরসা মেয়ের কালো চোখের ছুরি।
প্রেমের বাণ ভেদ করে গেছে তার এ কান থেকে ও কান।
আর ওই যে অন্ধ তীর ধনুক হাতের ছোঁড়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার এক ভোঁতা তীরেই রোমিওর হৃদয় ছিন্নভিন্ন!
এই লোক পারে টিবল্টের সঙ্গে লড়তে?

বেনভোলিও: কেন, টিবল্ট এমন কী বীরপুরুষ!

মারকুশিও: বেড়ালদের রাজার চেয়েও ধূর্ত, এই বলে রাখলুম।
লড়াইয়ের কায়দা ওর মতন কেউ জানে না।
তলোয়ার ঘোরায় যেন স্বরলিপি দেখে গান গাইছে,
তাল, ছন্দ, লয় সব বজায় রেখে। ঠিক যেন গুনে গুনে,
এক এক, দুই দুই, আর তিন বলার সঙ্গে সঙ্গেই
তোমার বুক ভেদ করে যাবে। ওর হাত এমন ঘোরে
যে তোমার কোটের বোতাম কেটে নেবে তুমি টের পাবার
আগে। সত্যিকারের লড়ুয়ে, আর লড়ুয়ে।
উত্তম জায়গা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন, আবার ঝগড়া
বাঁধাবার কায়দাও নিখুঁত! সামনের মার, পেছনে
ঘুরিয়ে হাত চালানো, সোজাসুজি আঘাত, যাকে বলে
হাই

বেনভোলিও: কী বললেন?

মারকুশিও: এইসব কতরকম নতুন কথা বেরিয়েছে না আজকাল!
ন্যাকা ন্যাকা উচ্চারণে উঁচু মহলের ভণ্ডামি! চুলোয়
যাক। শালারা মরতে মরতেও বলবে, হা ঈশ্বর,
তলোয়ারখানা কিন্তু দেখবার মতন! একটা লম্বা
লোককেও বলবে, ভারী সুন্দর লম্বা। বেশ্যাও যেন
ভালো বেশ্যা। এইসব নতুন ফ্যাশান দেখলে গা
জ্বলে। যেখানেই যাই দেখি এইসব উচ্চিংড়েদের,
কথা শুরু করার আগেই বলে, মাপ করবেন! আরে
গেল যা! কায়দা নিয়েই এরা এত ব্যস্ত যে নিজের
পাছায় ভর দিয়ে বসতেও জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(রোমিওর প্রবেশ)

বেনভোলিও: ওই যে রোমিও আসছে, রোমিও!

মারকুশিও: এ যে দেখছি শুঁটকি মাছের মতন চেহারা হয়েছে।
নরমাংসও এরকম মাছের মতন হয়ে যায়। শরীরের
রূপ দেখেই না পেত্রার্ক তার পদ্যগুলো লিখেছিল।
তোমার রোজেলাইনের তুলনায়
লরার তো রাঁধুনির মতন চেহারা,
নেহাৎ তাকে নিয়ে পদ্য লেখা হয়েছিল তাই... সুপ্রভাত,
রোমিও, বঁধুর। ফরাসিতেই অভিবাদন জানালাম,
কারণ, তুমি কাল যা ফরাসিদের মতন ভেজাল চালালে...

রোমিও: সুপ্রভাত, দুজনকেই, কী ভেজাল চালালাম, ভাই?

মারকুশিও: কেটে পড়লে, মনে নেই?

রোমিও: ও, ক্ষমা চাইছি, মারকুশিও। খুব দরকার ছিল একটা।
জরুরি কাজের সময় ভদ্রতার কথা মনে থাকে না...

(ধাত্রী ও পিটারের প্রবেশ)

রোমিও: শাল দেখছি, শাল

মারকুশিও: একটা নয়, দুটো। একটা গাউন, একটা জামা

ধাত্রী: পিটার।

পিটার: আজ্ঞে।

ধাত্রী: আমার হাত পাখাটা দে

মারকুশিও: পিটার, পাখাটা দাও, উনি মুখ ঢাকবেন। ওঁর মুখের
চেয়ে পাখাটা বেশি সুন্দর।

ধাত্রী: শুভদিন, ভদ্রমহোদয়রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারকুশিও: শুভ সন্ধ্যা।

ধাত্রী: এখন সন্ধ্যা নাকি?

মারকুশিও: তার চেয়ে কম নয়। বড় কাঁটাটা এখন লিঙ্গের মতন সোজা হয়ে গেছে

ধাত্রী: এ কী অসভ্য লোক রে! দূর হয়ে যাও!

রোমিও: মহাশয়া, ইনি ঈশ্বরের এক অপূর্ব সৃষ্টি। নিজেই নিজেকে নষ্ট করতে ব্যস্ত

ধাত্রী: ঠিক বলেছেন, নিজেই গোল্লায় যাবে! যাই হোক, আপনারা বলতে পারেন, তরুণ রোমিওকে কোথায় পাব?

রোমিও: আপনি যতক্ষণ ধরে খুঁজছেন, ততক্ষণে তার বুড়ো হয়ে যাবার কথা। আপাতত আমিই ওই নামের তরুণতম অধিকারী।

ধাত্রী: আপনি বেশ ভালো কথা বলতে পারেন

মারকুশিও: ওর কথাটার মধ্যে যে একটা খোঁচা আছে, সেটা আর তোমার মাথায় ঢুকল না। ভালোই হয়েছে

ধাত্রী: আপনি যদি রোমিও হন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু গোপন কথা আছে।

বেনভোলিও: উনি নিশ্চয়ই খাওয়ার নেমন্তন্ন করতে এসেছেন।

মারকুশিও: কুট্টনি, কুট্টনি, কুট্টনি, এই হো

রোমিও: কী দেখলে?

মারকুশিও: খরগোশ দেখি নি; যেন আলুনি খিচুড়ির মধ্যে
এক গোছা চুল, অখাদ্য একদম চলবে না
(সে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে থাকে)
একটা বুড়ি খরগোশ রে
একটা বুড়ি খরগোশ
পার্বণের নিরিমিষ্য মুখে রুচবে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকা চুলের খরগোশ রে
খাওয়া তো নয় ওঠ বোস
মুখে রুচবে না রে ভাই মুখে রুচবে না!
রোমিও, এখন বাড়ি ফিরবে তো? ওখানে আমাদের
এক সঙ্গে আজ খাবার কথা।

রোমিও: তোমরা এগোও, আমি আসছি।

মারকুশিও: বিদায়, হে প্রাচীনা নারী, বিদায়।
(সে গান ধরে) নারী আমার বুড়ি, বড্ড বুড়ি

(মারকুশিও এবং বেনভোলিওর প্রস্থান)

ধাত্রী: মহাশয়, এই অসভ্যটা কে? ওর পেটভরতি শুধু শয়তানি?

রোমিও: ধাত্রী, যদি এমন একজন ভদ্রলোক, যিনি নিজের কথা নিজেই শুনতে ভালোবাসেন। অন্যের কথা এক মাসে যতটা শোনেন, তার চেয়ে এক মিনিটে নিজে বেশি বলেন।

ধাত্রী: আমার বাবুর কিছু বলে দেখুক না, ওকে আমি পেড়ে ফেলব একেবারে! ওর মতন বিশটা মদ্দর বিষ ঝাড়বার ক্ষমতা আমি রাখি। যদি নিজে না পারি, তবে যারা পারে তাদের ডাকব। হতচ্ছাড়া ড্যাকরা, ও কি আমায় রাস্তার মেয়ে মানুষ ভেবেছে? ছুরিবাজ, বদমাশ, আমি ওর ইয়ার!

(ওর রক্ষী পিটারের দিকে ফিরে)

আয় তুই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ মেরে দেখলি, আমাকে
যেদো মেধো যাচ্ছেতাই অপমান করে যাবে,
তবু তুই চুপ করে থাকবি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিটার: কে তোমায় যাচ্ছেতাই অপমান করে গেল, আমি তো দেখিনি। তেমন দেখলে অমনি তরোয়াল ঘ্যাচাং করে বার করতুম! এই বলে রাখছি, যদি বেশ ঝগড়ার কারণ দেখি, আর আইন আমাদের পক্ষে অমনি কপাকপ তলোয়ার চালাব।

ধাত্রী: ওঃ ভগবান, এমন রাগ হচ্ছে যেন আমার সারা গতরখানা কাঁপছে। বিটকেল বদমাইশটা! যাক গে যাক! শুনুন মশায়, বলছিলুম, আমার মনিবের মেয়ে আপনাকে খুঁজে বার করতে বলেছে। আর সে যা বলতে বলেছে, সেটা এখন নাই বা শুনলেন। তবে একথা বলে রাখছি, লোকে যাকে বলে গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া, ওর সঙ্গে যদি আপনি তেমনটি করেন, তবে তা হবে অতি কদর্য ব্যবহার। আমাদের এই মেয়েটির এত কচি বয়স, তার সঙ্গে যদি আপনি ছলনা করেন, তবে কোনও ভদ্রমহিলার প্রতি তা চরম অভদ্র ব্যাপার, অতি অন্যায়।

রোমিও: ধাত্রী, তোমার প্রভুকন্যাকে জানিও যে আমি শপথ করে বলছি

ধাত্রী: বাঃ, বাঃ বুঝেছি! আমি ওকে সব বলব। ওঃ ভগবান, মেয়েটা এত খুশি হবে!

রোমিও: কী বলবে ওকে? তুমি তো আমার কথা শুনলেই না।

ধাত্রী: আর বলতে হবে না, আমি সব বুঝেছি। ওকে ভালোবাসেন। এই তো ভদ্রলোকের উপযুক্ত কথা!

রোমিও: ওকে বলো, যেন আজ সন্ধেবেলা কোনও ছল করে আসে গির্জার আঙিনায় পাদ্রি লরেনসের প্রকোষ্ঠে, যেন সে থাকে আমার প্রতীক্ষায়, সেখানেই হবে আমাদের বিয়ে। এই নাও তোমার পরিশ্রমের জন্য সামান্য পুরস্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাত্রী: না, না, আমার পয়সার দরকার নেই।

রোমিও: নাও, আমি বলছি নাও।

ধাত্রী: আজ সন্ধেতেই তো? আমরা ঠিক উপস্থিত থাকব।

রোমিও: তোমরা থেকো গির্জার প্রাচীরের কাছে। আমার ভৃত্য সেখানে থাকবে একটা দড়ির মই নিয়ে, আর তা দিয়েই আমি আজ গোপন রাত্রির আনন্দের চরম শিখরে উঠব। বিদায়, সব ঠিক ঠাক করো, তোমার হাত আমি ভরে দেব। বিদায়, তোমার প্রভুকন্যাকে জানিয়ো আমার প্রীতি।

ধাত্রী: ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। ও আর একটা কথা।

রোমিও: আবার কী? বলো ধাত্রী।

ধাত্রী: আপনার লোকটা কথা গোপন রাখতে জানে তো? কথায় বলে দু'জনে প্রাণের কথা, তিনজনে গোলমাল।

রোমিও: চিন্তা নেই, আমার লোকটা ইস্পাতের মতো শক্ত।

ধাত্রী: জানেন, আমাদের জুলিয়েটের মতন এমন মিষ্টি মেয়ে আর হয় না। ওঃ ভগবান, ও যখন ছিল এই টুকুনি বাচ্চা... ও হ্যাঁ, এ শহরে প্যারিস নামে এক অভিজাত পুরুষ আছেন, তিনি খুব ফাঁদ পেতেছিলেন জুলিয়েটের জন্য। কিন্তু আপনাকে কী বলব, আমাদের মেয়ে এত ভালো যে প্যারিসকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। আমি এক এক সময় খ্যাপাই, বলি যে প্যারিসের সঙ্গেই ওকে মানাবে ভালো। তখন কী হয় জানেন, ওর মুখখানা যেন আষাঢ়ের থমথমে মেঘ। আচ্ছা, রজনীগন্ধা আর রোমিও একই অক্ষর দিয়ে শুরু না?

রোমিও: হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? দুটোই 'র' দিয়ে।

ধাত্রী: যাঃ ঠাট্টা করছ। 'র' দিয়ে তো ওদের বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুকুরটার নাম। অন্য কোনও অক্ষর... সে যাই
হোক, আপনাকে আর রজনীগন্ধাকে নিয়ে আমাদের
জুলিয়েট কী সুন্দর যে পদ্য লিখেছে আপনি যদি শুনতেন।

রোমিও: তোমার মনিব কন্যাকে আমার প্রীতি জানিও।

(রোমিওর প্রস্থান)

ধাত্রী: নিশ্চয়ই। হাজারবার জানাব। পিটার

রোমিও: এই যে

ধাত্রী: এবার জলদি চল্।

(দুজনের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(পাদ্রি লরেন্স এবং রোমিওর প্রবেশ)

AMARBOI.COM

পাদ্রি: এই পুণ্যকালে বর্ষিত হোক স্বর্গীয় সুষমা
যেন ভবিষ্যতে দুঃখ এসে আমাদের ভর্ৎসনা না জানায়

রোমিও: তাই হোক! তবু যদি দুঃখ আসে ভবিষ্যতে
তবু এক মুহূর্তের জন্য ওকে দর্শনের যে আনন্দ
তার তুলনায় আর সব কিছু কিছু নয়!
আমাদের দুটি হাত শুধু বেঁধে দিন মন্ত্রের বন্ধনে
তারপর আসুক না মৃত্যু তার প্রেম বিনাশের খেলা নিয়ে
একবার আমি বলে যাই সে শুধু আমার!

পাদ্রি: আনন্দ উদ্দাম হলে সমাপ্তিও হয় ভয়ংকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ যেন বারুদ-অগ্নি, মিলনেই হয় বিস্ফোরণ
মধু বেশি মিষ্টি হলে তাও লাগে নিতান্ত বিস্বাদ
বেশি মিষ্টি লেগে শেষে খাওয়াতেই চলে যায় রুচি
তাই বলি, মাঝামাঝি ভালোবাসো! প্রেমই অমর!
অতি দ্রুত যার গতি, তা আসলে অতীব মন্থর!

(ছুটতে ছুটতে আসে জুলিয়েট, এসেই রোমিওকে আলিঙ্গন করে)

ওই এলো বালিকাটি, এত ওর লঘু পদক্ষেপ
যেন এই পৃথিবীর ধূলি-মলিনতা ওকে কখনও ছোঁবে না।
গ্রীষ্মের বাতাসে ওড়ে মাকড়সার জাল, প্রেম যেন
তার চেয়ে লঘু, কেমন আনন্দে ওরা ওড়ে
মাটিতে পড়ে না তবু, এমনই হালকা বুঝি নশ্বরতা।

জুলিয়েট: প্রণাম, গুরুদেব।

পাদ্রি: ওগো মেয়ে, তোমার হয়ে রোমিওই তোমাকে
সম্ভাষণ জানাক

জুলিয়েট: ওকেও আমি সম্ভাষণ জানাই, ও কিছু বলবার আগেই

রোমিও: জুলিয়েট, জুলিয়েট, তোমার আনন্দ আজ যদি
আমার খুশির সঙ্গে জমা হয়, তুমি যদি দিতে পারো
প্রকাশের ভাষা, তবে তোমার নিশ্বাসে, কণ্ঠস্বরে
ভরে দাও এ বাতাস, সঙ্গীতে ধ্বনিত হোক আজ
তোমার আমার এই মিলনের মুহূর্তের পরম পুলক।

জুলিয়েট: এই যে আবেগ, এর সত্তা অঙ্গে, শুধু কথা দিয়ে
এর কি প্রকাশ হয়। অলঙ্কার নয় এ যে হৃদয়ের ধন।
যার খুব কম আছে, সেই বারে বারে কষে শুধু গোনাগুনি
আমার এ ভালোবাসা যেন আজ অনন্ত সমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধেক সম্পদেও এর পরিমাণ করা অসম্ভব।

পাদ্রী: এসো, এসো, দ্রুত কাজ সেরে ফেলি
ততক্ষণ তোমাদের একা থাকতে দিতে পারব না কিন্তু!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য: অন্য ভাষ্য

(পাদ্রি লরেনস এবং রোমিওর প্রবেশ)

পাদ্রি: স্বর্গের সুস্মিত হাসি ঝরুক এ পুণ্য কর্মটিতে
যেন না পরের কোনও দুঃখ এসে ভ্রূকুটি জানায়।

রোমিও: ভালো কথা! কিন্তু আমার যত দুঃখ আসে তো আসুক
তা কখনও পারবে না ঢেকে দিতে সে আনন্দ ছবি
ওকে শুধু মুহূর্তের চোখে দেখা দেখে আমি যেমন পেয়েছি।
পবিত্র মন্ত্রের সঙ্গে আপনি দিন আমাদের দু হাত মিলিয়ে
তারপর প্রেম-গ্রাসী মৃত্যু এসে খেলে যাক দুঃসাহসী খেলা
আমি বলব, সে আমার, এটুকুই যথেষ্টর বেশি

পাদ্রি: এত তীব্র আবেগের পরিণতি অতি ভয়ঙ্কর
যেমন বারুদ, অগ্নি, যা ওরা মিলিয়ে নেয় চুম্বকের সঙ্গে
চূড়ান্ত মিলনে তার মৃত্যু। মধু যদি অতি মিষ্টি
হয়, তার মিষ্টতাই অতি বিশ্রী লাগে
জিভে সেই স্বাদ পেলে ঘুচে যায় খাওয়ার বাসনা।
সুতরাং ভালোবাসো মাঝামাঝি। জেনো
সেই প্রেমই দীর্ঘজীবী
যা আসে অত্যন্ত দ্রুত, চলে যায় চোখের নিমেষে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ছটফটিয়ে ছুটে এল জুলিয়েট, এসেই রোমিওকে আলিঙ্গন করল)

ওই যে মেয়েটি আসছে, এত হালকা পায়
যেন এই কঠিন পাষাণে তার ছোঁয়াও লাগে না
কাপাস তুলোর বীজ এলোমেলো গ্রীষ্মের বাতাসে
ভেসে যায়
প্রেমিক প্রেমিকারাও সেরকম শূন্যে ভেসে থাকে
মাটিতে সংযোগ নেই। মোহসুখও এরকম লঘুপক্ষ হয়

জুলিয়েট: প্রণাম জানাই, গুরুদেব

পাদ্রি: বৎসে, আমার হয়ে রোমিওই কিছু বলবে

জুলিয়েট: উনি দুজনের হয়ে বলবেন, ওঁকেও জানাই ধন্যবাদ।

রোমিও: জুলিয়েট, জুলিয়েট, তোমার সুখের পরিমাণ
আমারই সমান হয় যদি, আর তোমার ভাষার বর্ণনাটা
আরও যোগ্যতর হয়, তবু তুমি বলো, তুমি মধুর বিশ্বাসে
মাতাও বাতাস, তুমি সঙ্গীতে জীবন্ত করে তোলো
সেই সুমধুর সুখ, যা আমরা দুজনে পেয়েছি
এই চোখের দেখায়, প্রিয় মিলনের শুভক্ষণে।

জুলিয়েট: কথা নয়, যে জল্পনা সত্তার ঐশ্বর্যে বেশি ধনী
তার গর্ব শুধু সত্যে, অলঙ্কার নিয়ে তার অহংকার নেই।
ভিখারির মতো যার পুঁজি, সেই শুধু বারবার গোনে।
আবার নিবিষ্ট প্রেম এত বেশি জড়িয়ে রয়েছে
সে সম্পদ অর্ধেকেরই অর্ধ কত, সে হিসেব নিজেই
জানি না।

পাদ্রী: আর কথা নয়, এসো শুভস্য শীঘ্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পবিত্র নিয়ম মতো যতক্ষণ মিলন না হয়
ততক্ষণ তোমাদের একা রেখে যেতেও পারি না।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

(মারকুশিও, বেনভোলিও এবং অন্যান্যদের প্রবেশ)

বেনভোলিও: দোহাই মারকুশিও, অনুরোধ করছি, এবার বাড়ি চলো
দিনটা উঠছে তাতিয়ে, ক্যাপিউলেটরাও পথে
ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে
আমাদের সঙ্গে দেখা হলেই গণ্ডগোল বাধবে
এইরকম গরম দিনেই রক্তের মধ্যে পাগলামি শুরু হয়।

মারকুশিও: থামো, থামো; তুমি হলে সেইরকম লোক, যে
সরাইখানায় ঢুকে টেবিলে তরোয়াল রেখে আমায় বলে,
'আমি এসে গেছি আর তোমার কিছু করার নেই।' তারপর
দু'পাত্তর গলায় পড়তে না পড়তেই নিজেই এক ভৃত্যের
মুণ্ডু উড়িয়ে দিল। যখন সত্যিই কিছু করবার দরকার নেই।

বেনভোলিও: এরকম আমি?

মারকুশিও: তবে কী; তুমি মেজাজ চড়লে ইতালির যে কোনও ছোকরার
মতন; আর মেজাজ চড়বার জন্য তুমি তো তৈরিই আছ,
কেউ একটু খোঁচালে তো আর কথাই নেই!

বেনভোলিও: বটে?

মারকুশিও: যদি দুটো মানুষ থাকত তোমার মতন, তা হলে
কিছুক্ষণের মধ্যে একটিও থাকত না। দুজনেই খুনোখুনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে খতম। তুমি যা চিজ! যদি অন্য কারুর দাড়িতে তোমার চেয়ে একটা চুল বেশি বা কম থাকে, অমনি তার সঙ্গে ঝগড়া করবে। কাউকে বাদাম ভাঙতে দেখলেই তুমি রেগে উঠবে, কারণ তোমার চোখের রং বাদামি! আর ওরকম চোখ না হলে কি আর সবসময় ঝগড়ার কারণ খোঁজে। ডিমের মধ্যে যেমন সবটুকুই খাদ্য, তোমার মাথার মধ্যে তেমনি ঝগড়া। আর ওই ঝগড়ার জন্যই তোমার ওই পচা ডিমের মতন মাথাটা অনেকবার চৌচির হয়েছে। তুমি একবার একটা লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে, কারণ সে কাছে দাঁড়িয়ে কেশেছিল। আর সেই কাশিতে তোমার কুকুরের ঘুম ভেঙে যায়! একবার সেই যে এক দর্জি ইস্টার উৎসবের আগেই নতুন কুর্তা পরেছিল বলে তার সঙ্গে ঝগড়া করোনি? সেই তোমার মতন লোক কিনা আমায় ঝগড়া না করতে উপদেশ দেয়!

বেনভোলিও: আমি যদি তোমার মতন ঝগড়ুটে হতাম, তা হলে যে কেউ এতদিনে আমার জীবনটা উড়িয়ে দিত।

মারকুশিও: উড়িয়ে দিত! হায় রে নির্বোধ!

(টিবল্ট এবং অন্যান্যদের প্রবেশ)

বেনভোলিও: এই রে, ক্যাপিউলেটরা এসে গেছে!

মারকুশিও: এল তো বয়েই গেল! আমার নোখের যুগ্যি না!

টিবল্ট: আমার কাছ ঘেঁষে থাকো, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলিগে। নমস্কার, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের যে কোনও একজনের সঙ্গে একটু কথা আছে।

মারকুশিও: মাত্র একজনের সঙ্গে একটা মোটে কথা? তার সঙ্গে আর কিছু চলুক না। কথার সঙ্গে হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিবল্ট: হাত চালাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই, আশাকরি সেরকম একটা সুযোগ দেবেন।

মারকুশিও: হাতে না তুলে দিলে বুঝি আপনি সুযোগ নেন না?

টিবল্ট: মারকুশিও, আপনি রোমিও-র এক স্যাঙাৎ না?

মারকুশিও: স্যাঙাৎ? আপনি বলতে চান আমি রোমিও-র পোঁ ধরে থাকি; যদি সেই গান শুনতে চান, তবে আমি যা গাইব, তা আপনার খুবই বেসুরো লাগবে। এই যে দেখছেন আমার আড়বাঁশি, এই দিয়ে আপনাকে নাচাব। ঈশ্বরের দিব্যি, বলে কি না স্যাঙাৎ!

বেনভোলিও: রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা, এখানে কত লোক! কোনও নিরিবিলি জায়গায় চলে যান দুজনে অথবা ঠান্ডা মাথায় ঝগড়া মিটিয়ে নিন। অথবা দু'দিকে চলুন। সবাই দেখছে আমাদের।

মারকুশিও: মানুষের চোখ তো দেখবার জন্যই। ওরা যত ইচ্ছে দেখুক। কারুর খুশি বেজার আমি এখন এখান থেকে এক পাও নড়ব না। আমি—

(রোমিওর প্রবেশ)

টিবল্ট: এই তো, আপনার সঙ্গে আর কোনও কথা নেই, আমার লোক এসে গেছে।

মারকুশিও: লোক! ওকে বুঝি আপনার ভৃত্যের পোশাক পরাবেন? আপনার কথা মতন ও আপনার পেছন পেছন সব জায়গায় ছুটবে!
গলায় দড়ি দেব আমি! আপনি এক্ষুনি বুঝবেন, ও কত বড় 'মানুষ!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিবল্ট: রোমিও তোমার প্রতি আমার যে প্রেম, তাতে শুধু এতখানিই বলতে পারি, তুমি একটি শয়তান।

রোমিও: টিবল্ট, তোমার প্রতি আমার যতখানি ভালোবাসা দায়বদ্ধ তাতে এই সম্বোধনের উত্তরে যে ক্রোধ দেখানো উচিত তা মুছে যায়। আমি শয়তান নই। সুতরাং বিদায়। যা দেখছি, তুমি আমায় চেনো না।

টিবল্ট: ওরে খোকা, তুই আমায় যা অপমান করেছিস, তা এইটুকুতে মুছে যায় না। মুরোদ থাকে তো হাতিয়ার নে।

রোমিও: প্রতিবাদ জানাতে আমি বাধ্য, কখনও করিনি তোমায় অপমান বরং তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, এত ভালোবাসি তোমায় কিংবা যেদিন বুঝবে, যেদিন জানবে আমার ভালোবাসার কারণটা কী সুতরাং, ভদ্র ক্যাপিউলেট, ওই নাম আমি নিজের নামের মতনই শ্রদ্ধা করি, এটুকু জেনে রাখুন। মারকুশিও: এঃ কী অম্লানবদন, অপমানকর, ঘৃণ্য আত্মসমর্পণ। এই বক্তৃতাবাজটা পার পেয়ে যাবে

(তলোয়ার খুলে)

টিবল্ট, ওরে ইঁদুর শিকারি, খেলবি আমার সঙ্গে?

টিবল্ট: তুমি আমার কাছে কী চাও?

মারকুশিও: ওগো বেড়ালের রাজা, আপনার ন'টা জীবনের একটা চাই। তারপরেও আপনি আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন তার রকম সকম বুঝে বাকি আটটাকেও তুলোধোনা করব। খাপ থেকে আপনার তলোয়ারটা কান পাকড়ে টেনে বার করবেন? শিগগির করুন, নইলে আমারটাই কুচ করে আপনার কান কেটে নেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিবল্ট: তবে দেখা যাক্

রোমিও: মারকুশিও, এ কী হচ্ছে, অস্ত্র নামাও

মারকুশিও: আসুন, স্যার চাল দিন!

(দুজনে লড়াই শুরু হল)

রোমিও: বেনভোলিও, তলোয়ার নাও, ওদের হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দাও
আপনারা কী করছেন! লজ্জা নেই? বন্ধ করুন এই যুদ্ধ
টিবল্ট, মারকুশিও, রাজকুমার নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন
ভেরোনার রাজপথে এইরকম তলোয়ারের মারামারি
টিবল্ট, থামুন! মারকুশিও, শোনো!

(রোমিওর হাতের তলা দিয়ে টিবল্ট মারকুশিওকে আঘাত করে)

একজন অনুচর: টিবল্ট, পালাও!

(দলবল সমেত টিবল্টের প্রস্থান)

মারকুশিও: আমার লেগেছে
দুটো বংশই গোল্লায় যাক! আমার হয়ে এসেছে
ও পালালো, এবং অক্ষত শরীরে?

বেনভোলিও: এ কি, তুমি জখম হয়েছ?

মারকুশিও: এই একটু খোঁচা, এই ছড়ে গেছে। সেটুকুই যথেষ্ট
আমার ছোকরাটা কোথায় গেল? ওরে উল্লুক,
ডাক্তার ডেকে আন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ভৃত্যের প্রস্থান)

রোমিও: মনে জোর আনো। এমন কিছু আঘাত লাগেনি।

মারকুশিও: না, ঠিকই, ক্ষতটা পাতকুয়োর মতন গভীর নয়, গির্জার দরজার মতন চওড়াও নয়। তবে এইটুকুই যথেষ্ট। কাজ হয়ে যাবে। কাল আমার খোঁজ করো, ঠিকানা হবে কবরখানা। এই পৃথিবীতে আমি আঁটলাম না। তোমাদের দুটো বংশই গোল্লায় যাক্। ওফ্, একটা কুত্তা, ইঁদুর, একটা ছুঁচো, একটা বেড়াল— নইলে এমন আঁচড়ে কোনও মানুষকে মারে। ফাঁকা আওয়াজে ভরা একটা বদমাইশ, একটা হতচ্ছাড়া, অঙ্কের বই পড়ে তলোয়ার লড়া শিখেছে! তুমি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালে কেন? তোমার হাতের আড়ালে আমি আহত হয়েছি।

রোমিও: আমি ভালোর জন্যই চেষ্টা করেছিলাম

মারকুশিও: বেনভোলিও আমায় কোনও বাড়ির মধ্যে নিয়ে চলো, নইলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। দুটো বংশই গোল্লায় যাক্! আমার শরীরটাকে ওরা পোকার খাদ্য বানিয়ে ফেললে! আমার খেলা শেষ, এবার চরম পাওয়া পেয়েছি। দুটো বংশই!

(মারকুশিওকে নিয়ে বেনভোলিওর প্রস্থান)

রোমিও: এই ভদ্র মানুষটি, রাজকুমারের আত্মীয়,
আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মারাত্মকভাবে আহত হল
আমারই জন্য—টিবল্টের ছড়ানো কুৎসায়
আমার সুনাম কলঙ্কিত—এই টিবল্ট মাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক ঘণ্টা আগেও যে আমার আত্মীয় ছিল...হায় জুলিয়েট
তোমার রূপের ছটায় আমি নপুংসক হয়েছি
পৌরুষের ইস্পাত এখন আমার মেজাজের মতোই নরম!

(বেনভোলিওর প্রবেশ)

বেনভোলিও: রোমিও, রোমিও, বীর মারকুশিও আর নেই!
তার মহান আত্মা এখন অসময়ের মেঘের সঙ্গী
এবং ভর্ৎসনা করে যাচ্ছে এই পৃথিবীকে

রোমিও: আজ এই ঘোর নিয়তির ফলাফল দেখবে আরও বহুদিন
দুর্দৈব আজ শুরু, এরপর সবই অন্তহীন।

(টিবল্টের প্রবেশ)

বেনভোলিও: ক্রুদ্ধ টিবল্ট ওই যে আবার ফিরে এসেছে

রোমিও: জীবিত, জয়গর্বে মত্ত, আর ওদিকে মারকুশিও নিহত!
দয়া-মায়া সব স্বর্গে যাও,
তেজোময় রোশবহ্নি, এসো আমার পাশে
এবার টিবল্ট, কিছুক্ষণ আগে যে আমায়
'শয়তান' বলেছিলে
তা ফিরিয়ে নাও। মারকুশিওর আত্মা আমাদের
মাথার ওপরেই বিরাজ করছে,
অপেক্ষা করছে, তুমি তার সঙ্গী হবে।
হয় তুমি, নয় আমি, কিংবা দুজনেই যাব তার সঙ্গে।

টিবল্ট: বাঁদর ছেলে, তুই-ই যা। তুই এখানেও ছিলি ওর স্যাঙাৎ
ওপারেও ওর সঙ্গে থাকবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমিও: এই তলোয়ারটি ঠিক করবে, কে যাবে।

(দুজনে লড়াই শুরু করল। টিবল্টের পতন)

বেনভোলিও: রোমিও, পালাও, পালাও!
লোকজন ছুটে আসছে, টিবল্ট নিহত। অমন জড়ের মতন দাঁড়িয়ে থেকো না। রাজকুমার তোমায় ধরতে পারলে নির্ঘাৎ মৃত্যুদণ্ড দেবেন। চলে যাও, শিগগির পালাও।

রোমিও: হায়, আমি নিয়তির নির্বোধ!

বেনভোলিও: এখনও দাঁড়িয়ে আছ?

(রোমিওর প্রস্থান)

(নাগরিকদের প্রবেশ)

নাগরিকগণ: মারকুশিও কে যে খুন করেছে, সে কোন দিকে পালাল?
খুনি টিবল্ট গেল কোথায়?

বেনভোলিও: ওই যে টিবল্ট শুয়ে আছে

একজন নাগরিক: মশাই উঠুন, চলুন আমার সঙ্গে
রাজকুমারের নামে আপনাকে আমি আদেশ করছি।

(রাজকুমার, মন্টেগু, ক্যাপিউলেট, তাঁদের পত্নীগণ ও অন্যান্যদের প্রবেশ)

রাজকুমার: আবার বীভৎস হত্যাকাণ্ড যারা শুরু করেছে,
তারা কোথায়?

বেনভোলিও: মহান রাজকুমার, একে একে সব বলছি, আমি সব জানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বচক্ষে দেখেছি এই দুর্ভাগ্যজনক হানাহানি
টিবল্ট মেরেছে যাকে, আপনারই সে জ্ঞাতি, মারকুশিও
টিবল্টও নিহত, পরে প্রতিশোধ নিয়েছে রোমিও।

লেডি ক্যাপিউলেট: টিবল্ট, আমাদের টিবল্ট, আমার দাদার ছেলে
রাজকুমার, আপনি দাঁড়িয়ে দেখছেন। আমাদের আত্মীয়কে
মেরেছে। মন্টেগুর রক্তপাত যারা করেছে,
তাদেরও রক্ত চাই রাজকুমার, আপনি বিচার করুন।

রাজকুমার: বেনভোলিও, কে প্রথম শুরু করেছে এই হানাহানি?

বেনভোলিও: এখানে শুয়ে আছে টিবল্ট, সে রোমিওরই হাতে মৃত
রোমিও খুবই নম্রভাবে অনেক বুঝিয়েছে ওকে, আপনার
নাম নিয়ে বলেছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বন্ধ, রোমিও সবসময় ছিল
সংযত, শান্ত।
কিন্তু টিবল্ট শান্তির কথায় বধির, সাহসী মারকুশিওকে
সে প্ররোচিত করেছে বারবার, তলোয়ার তুলেছে
তার বুকে,
মারকুশিওও মেজাজ গরম করে দিয়েছে উত্তর,
এক হাতে ঠান্ডা মৃত্যুকে সরিয়ে
অন্য হাতে টিবল্টকে করেছে প্রতি আঘাত...
রোমিও চিৎকার করে বলেছিল, বন্ধুরা, থামো, থামো...
কথার চেয়েও দ্রুত গতিতে সে সরিয়ে দিয়েছে
দুজনের অস্ত্র
এরই মধ্যে হঠাৎ ছুটে এসে রোমিওর হাতের তলা দিয়ে
তলোয়ারের খোঁচায় টিবল্ট খতম করে দিয়েছে
মারকুশিওকে
টিবল্ট প্রথমে পালিয়েছিল, আবার ফিরে এল যেন
নতুন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে, বিদ্যুতের মতো দুজন
দুজনের দিকে ধাবিত হল... তারপর এই তো দেখছেন...
আমি বাধা দেবার আগে টিবল্ট হত হল,
আর রোমিও পলাতক। যা বললাম সব সত্যি,
নইলে বেনভোলিওর মৃত্যু হোক।

লেডি ক্যাপিউলেট: এই লোকটি মন্টেগুদের আত্মীয়
নিজেদের ঢাকবার জন্য ও মিথ্যে বলছে। এক বর্ণও সত্যি
নয়, অন্তত কুড়িজন মিলে মেতে উঠেছিল নৃশংসতায়, সেই
কুড়িজন এক সঙ্গে হত্যা করেছে একজনকে,
সুবিচার চাই আমি, দিতে হবে, হে রাজকুমার
টিবল্টের খুনি যে রোমিও,
সেই রোমিওর বাঁচবার নেই অধিকার।

রাজকুমার: রোমিও খুন করেছে ওকে, ও মেরেছে মারকুশিওকে
তবে তার রক্তপাতের জন্য মূল্য দেবে কে?

মন্টেগু: রোমিও নয় রাজকুমার। সে ছিল মারকুশিওর বন্ধু
রোমিওর দোষ এই, নিজের হাতে সে আইন নিয়েছে
নচেৎ টিবল্টের এই শাস্তিই হত।

রাজকুমার: সেই অপরাধে
নির্বাসন দণ্ড আমি দিলাম রোমিওকে।
আপনাদের পারস্পরিক ঘৃণায় আমার নিজস্ব স্বার্থও
বিঘ্নিত
আমার এক আত্মীয় পর্যন্ত সেই কারণে নিহত।
আমি আপনাদের এবার এমন কঠিন শাস্তি দেব
যাতে আমার এই ক্ষতি করবার জন্য অনুতপ্ত হবেন
আপনারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনওরকম মিনতি বা অনুরোধে কর্ণপাত করব না আমি
কান্না বা কাতর-উক্তি দিয়ে কেনা যাবে না বিচার
সুতরাং ওসব করে লাভ নেই। রোমিও যেথায় ইচ্ছে দ্রুত
চলে যাক যদি সে ধরা পড়ে, তবে সে-ই হবে তার
শেষ মুহূর্ত
এই মৃতদেহটি বয়ে নিয়ে চলো কেউ, আমার আদেশ যেন
মান্য হয়,
খুনিদের দয়া দেখালে খুনের সংখ্যা আরও বাড়ে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য: অন্য জায়গা (অসমাপ্ত)

(মারকুশিও, বেনভোলিও এবং অন্যান্যদের প্রবেশ)

বেনভোলিও: অনুরোধ করছি, মারকুশিও, চলো, এখন বাড়ি চলো গরম পড়েছে খুব, ক্যাপিউলেটরাও বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায় দেখা হলেই মারপিট শুরু হবে।
এইরকম গরমের দিনে রক্তও টগবগ করে ফোটে

মারকুশিও: তুমি হচ্ছ সেই ধরনের লোক, যারা শুঁড়িখানায় ঢুকেই টেবিলের ওপর তলোয়ারখানা গেঁথে বলে ওঠে, 'তোর মতন লোকের বেঁচে থাকার দরকার কী?'
দু'পাত্তর সুরা পেটে পড়তেই একজনের মুণ্ডুটা উড়িয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দাও,
সত্যিই তার বেঁচে থাকার দরকার নেই।

বেনভোলিও: যাক! আমি এরকম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারকুশিও: আহা-হা, জানো না, না? তোমার মতন মেজাজি লোক ইতালিতে আর দুটি নেই। মাথা গরম হলেই তোমার মেজাজ চড়ে আবার মেজাজ চড়লেই মাথা গরম হয়!

বেনভোলিও: তাই নাকি?

মারকুশিও: তা আর বলতে! তোমার মতন যদি এক জোড়া থাকত, তা হলে আর একটাও থাকত না, দু'জনেই দু'জনকে খতম করত! তুমি! অন্য কারুর দাড়িতে তোমার দাড়ির চেয়ে একটা চুল বেশি আছে, না কম আছে তাই নিয়েই তুমি ঝগড়া করতে পারো। কারুকে বাদাম ভাঙতে দেখলেই তুমি খেপে যাবে, কারণ তোমার চোখ বাদামি। এমন চোখ না হলে আর সবসময় ঝগড়ার অজুহাত খোঁজে! ডিমের মধ্যে যেমন তরল পদার্থ থাকে, তোমার মাথাটাও তেমনি ঝগড়া দিয়ে ঠাসা। তবু ওই জন্যই কতবার তোমার মাথা ফেটেছে! রাস্তায় একটা লোক কেশেছিল বলে তুমি তাকে মারতে যাওনি? কারণ, সেই কাশির শব্দ শুনে তোমার কুকুরের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল! বড়দিনের আগেই নতুন পোশাক পরে বেরিয়েছে বলে তুমি একবার এক দর্জিকে ধরে ঠেঙিয়েছিলে? আর একজন লোক নতুন জুতোয় পুরনো ফিতে বেঁধেছে বলে খুব একচোট পেটালে! সেই তুমি আমায় ঝগড়া মারামারি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে এসেছ?

বেনভোলিও: তোমার মতন ঝগড়ুটে স্বভাব বলে যে-কেউ সামান্য দামের বিনিময়ে এতদিন আমার মুণ্ডুটা উড়িয়ে দিয়ে যেত!

মারকুশিও: সামান্য দামে? ওই মুণ্ডু?

(টিবল্ট ও অন্যান্যদের প্রবেশ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনভোলিও: যে ভয় করছিলুম! ওই যে ক্যাপিউলেটরা এসে গেছে

মারকুশিও: এল তো ভারী আমার বয়ে গেল!

টিবল্ট: আমার কাছাকাছি থাকো। ওদের সঙ্গে কিছু কথা বলব।
সুপ্রভাত, ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের যে-কোনও
একজনের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

মারকুশিও: আমাদের একজনের সঙ্গে শুধু একটা কথা? তার সঙ্গে
আর কিছু যোগ দিলে হয় না! একটা কথা আর একটা
তলোয়ারের ঘা!

টিবল্ট: তাতে আমার কোনওদিন কোনও আপত্তি থাকে না।
সেরকম একটা কিছু উপলক্ষ তৈরি করো

মারকুশিও: উপলক্ষ তৈরি করে না দিলে বুঝি তোমার মন ওঠে না?

টিবল্ট: মারকুশিও, তুমি রোমিওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াও—

মারকুশিও: ঘুরে বেড়াই! তার মানে তুমি বলতে চাও আমরা ভবঘুরে।
বটে! তাই যদি হয়, তবে আমার মতন ভবঘুরেদের গান
তোমার কানে হয়ত খুবই বেসুরো ঠেকবে! এই যে আমার
বেহালা, এর তালে তালে তোমাকে নাচাব, ঈশ্বরের দিব্যি।
এ আমাকে ভবঘুরে বলেছে!

বেনভোলিও: এরকমভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় এসব চলে না
হয় কোনও নির্জন জায়গায় গিয়ে আলোচনা করো অথবা
এখানে শান্তভাবে যা অভিযোগ আছে মিটিয়ে নাও।
নইলে এখানকার মতন কেটে পড়া যাক,
সবাই আমাদের দেখছে।

মারকুশিও: মানুষের চোখ তো দেখবার জন্যই, তারা দেখুক না!
কারুর কথা শুনে আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি
না!

(সমাপ্ত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'রোমিও জুলিয়েট' অনুবাদ করতে শুরু করেন ১৯৮০ সালে। সেটি প্রকাশিত হতে থাকে গীতা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রূপসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে। ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়। তারপর লেখকের অত্যন্ত ব্যস্ততার কারণে স্থগিত হয়ে যায়। রচনাটি তাঁর একটি অসম্পূর্ণ কিন্তু সার্থক প্রয়াস হিসাবেই থেকে গেছে। 'রোমিও জুলিয়েট' শেক্সপিয়রের জনপ্রিয়তম নাটক এবং সুনীলের সবচেয়ে প্রিয় বইগুলির অন্যতম। কিন্তু এই ভাষান্তরেও লেখকের নিজস্বতা পুরোপুরি অক্ষত। কখনও তিনি কোনও কোনও অংশের একাধিক ভাষ্যও রচনা করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, লেখাটি পুনরুদ্ধারের সময় দেখা যায়, বেশ কিছু অংশই হারিয়ে গেছে। লেখক বা সম্পাদক, কারও কাছেই রচনাটির পূর্ণাঙ্গ পাঠকৃতিটি নেই। পাঠকদের কাছে তাই আবেদন, কারও কাছে এই রচনার হারিয়ে যাওয়া কোনও অংশ থেকে থাকলে, সেটি তিনি যদি পাঠিয়ে দেন, তা হলে বাধিত হব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্য বই

বালকদের মতন অ-সামান্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~